প্রচ্ছদচিত্র শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত

অঙ্গসজ্জাচিত্র শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত

শ্রাবণ ১৩৫৩

প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম. এ.
জেনারাল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি
শ্রীকানাই সামন্ত
করকমলে

অকুন্তলা

বোম্বে মেল ছুটিয়াছে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর
গদি'পরে বসে আছি ; গাড়ি ধায় তীর-
বেগে ; কর্কশ হুইস্‌ল্‌ শব্দভেদী বাণে
বর্ণমূক আকাশের মর্ম্মে গিয়ে হানে
মুহুর্ম্মুহু ; সঙ্গীহীন বসে বাতায়নে
বাহিরের পানে চেয়ে আছি অন্যমনে।
হঠাৎ ধরণী যেন হয়েছে তরল !
মৃত্যুমুখী স্রোত তার ছোটে অবিরল
প্রলয়নিঃশ্বাস লভি— গাছপালা, বাড়ি,
নদীনালা, খালবিল, খেজুরের সারি,
ধানক্ষেত, কচি আখ, কৃষাণ, লাঙল,
বোঝাই গরুর গাড়ি, আপক্ক ফসল,
ধূম্রঅনুমান পল্লী, নভে শঙ্খচিল,
আধডোবা শরবন, কমলিত ঝিল,
সর্পিল দিগন্তরেখা চলে গুটিগুটি,
হুস্‌ করে ছুটে যায় টেলিগ্রাফ-খুঁটি,

এঞ্জিনউদ্গত বাষ্প রচে ধূমকেতু,
ঝম্‌ঝম্ ঝঙ্কারেতে সাড়া দেয় সেতু।
কর্কশ হুইস্‌ল্‌শব্দে ছুটিয়াছে গাড়ি
সৃষ্টির উজানমুখে, লক্ষ্যহীন পাড়ি।
সন্ধ্যা নামে। পশ্চিমের মেঘ ভাঙা-ভাঙা
সূর্য্যের ইঁটের পাঁজা গন্‌গনে রাঙা
অন্তর্লীন অগ্নিতাপে। ক্রমে দুই দিকে
পৃথিবীর শ্যাম নেশা হয়ে আসে ফিকে;
শালবন, তালবন, মাঠ রিক্তঘাস,
বাঁধের সঞ্চিত জলে ইস্পাত-আভাস,
শুষ্ক নদী, রুক্ষ গিরি। মন্দীভূত গতি,
লৌহমৃদঙ্গের তাল দীর্ঘতর অতি;
বাহিরে ঝুঁকিয়া দেখি— এলো কতদূর?
স্টেশনে পশিল গাড়ি— সীতারামপুর।

যুগপৎ বহু শব্দ— চা, খাবার, জল,
কুলি, কুলি, মিহিদানা, সের কত বল্,
শব্দের মৌচাক যেন ভেঙেছে হঠাৎ!
আমারি গাড়ির দ্বারে একি উৎপাত!
উঠিয়া দাঁড়ানু বেগে, আশা ছিল মনে
সাহেবী পোষাক মোর পড়িলে নয়নে

কুলিটা সরিতে পারে।   সে আশা নিষ্ফল,
বঙ্গদেশে সিংহচর্ম্ম একান্ত অচল!
না মানে সাহেবে তারা, না মানে পোষাক ;
চটিলাম বাঙালীর দুঃসাহসে।   যাক্,
খুলিল গাড়ীর দ্বার ; অন্য দিকে চেয়ে
রহিলাম বসে।   ধিক্কারিনু স্ত্রীশিক্ষায়—
একাকিনী এরা সব কেন আসে যায়!
আবার ছাড়িল গাড়ি।   কাম্‌রার ওধারে
বসিল রমণী ; আমি প্রান্তরের পারে
দুর্নিরীক্ষ্য আকাশের অন্ধকারমাঝে
একাগ্র রহিনু চেয়ে, যেন হোথা রাজে
জীবনরহস্য মোর ; যেন তাহা পাঠ
এখনি করিতে হবে।   কত মাঠ ঘাট
রহিল ডাহিনে বামে।   ফিরাইতে মুখ
হেরিনু মহিলাটিরে।   বাঁ হাতে চিবুক
রাখিয়াছে অন্যমনে ; নীলাভ আলোয়
দ্বিতীয় শ্রেণীর, আর রাতের কালোয়
এ কি অপরূপ মায়া!   যেন চেনা মুখ!
ভদ্রতা করিয়া রক্ষা বারেক উৎসুক
উদ্‌গ্রীব জিজ্ঞাসু নেত্রে লইলাম দেখি।
মায়া কিম্বা মিথ্যা কিম্বা সত্য কিম্বা— একি,
লীলা নাকি?   কোথা হতে আসিল কেমনে!

আমার বিস্ময় হেরি প্রসন্ননয়নে
(যেন কিছু হয় নাই, বারোটি বছর
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যেন বারোটি প্রহর)
জিজ্ঞাসিল, 'কুশল তো ! আছেন তো ভালো
স্মৃতির মন্থনদণ্ডে চৈতন্য ঘোলালো
শুধু ক্ষণেকের তরে। কহিলাম তারে,
'কোথায় চলেছ তুমি। দেখিনি তোমারে
বহুকাল। ভালো আছ ?'

বারো বছরের

বিস্মৃতির মহারণ্যে অজ্ঞাতবাসের
দীর্ঘ প্রবাসের পরে একি দেখা আজ !
সর্ব্বজয়ী কাল যেন মনে বাসি লাজ
ফণা করিয়াছে নত ! কালনাগ যেন
কুণ্ডলি আপন দেহ·মুহূর্ত্তের হেন
একান্তে মিলালো ধীরে। সব আছে ঠিক ;
বেদনার শিশিরাশ্রু করে ঝিক্‌মিক্,
যায় নি শুকায়ে আজো ; লঘু পদভারে
আনত শ্যামল তৃণ নিজের আকারে
পারে নাই ফিরিবারে। সব স্বপ্নবৎ,
স্মৃতির-পদাঙ্ক-আঁকা পুরানো জগৎ !

সম্বরিনু আপনারে, প্রশংসিনু মনে
স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, নারীজাগরণে।
নহিলে হত কি দেখা! দু-একটি কথা;
ক্বচিৎ হাসির ঘায়ে ক্রমে নীরবতা
দ্বিধা ত্রিধা হতে হতে হইল শতধা!
সে সব ফাটল-পথে (বলি সত্যকথা)
অতি নিম্নে দেখা যায় আগ্নেয় আভাস,
মুহুর্মুহু বাহিরায় বাষ্পীয় নিশ্বাস
এড়ায়ে স্মৃতির মুষ্টি। অধরের হাসি
ইঙ্গিতে জানায়ে দেয় প্রাণে অবিনাশী
রক্ত বহ্নিপুঞ্জ জ্বলে ঝলে পূর্ববৎ।
এই তো জীবন আর এই তো জগৎ।

লীলা কে সে? কে আমার? নাই বলিলাম।
সম্প্রতি সাক্ষাৎ ট্রেনে, যাবে সাসারাম।
যদিও মস্তকে তার রয়েছে গুণ্ঠন
সীমন্তে সিন্দূর নাই, খুসি হ'ল মন।
তবু নিঃসংশয় নহি (নারী মায়াবিনী)
হয়তো হয়েছে ব্রাহ্ম, প্রগতিবাদিনী।
আলাপের ফাঁক দিয়ে মন উড়ে উড়ে
মুক্তপক্ষে চ'লে গেল সেই বহুদূরে—

সব চেয়ে বেশি ক'রে মনে পড়ে তার
অজস্র আলোল পুঞ্জ কুন্তলের ভার।
কভু সে মৌসুমি মেঘ দিগন্ত ব্যাপিয়া
বর্ষণব্যাকুল ; কভু বেণীতে বাঁকিয়া
শীর্ণ অসিলতাসম উঠিত কাঁপিয়া
চকিত চিক্কণ ; কভু ফুলিয়া ফাঁপিয়া
উথলিয়া উদ্বেলিয়া ডুবাইত কূল
কালো বৈতরণীবারি ; কভু দিত ফুল
খোঁপা ঘিরি, নৈশাকাশে রাশিচক্রসম !
কুন্তলের পটভূমে সে ছিল সতত
মরণের কৃষ্ণপটে জীবনের মতো।
বলিতাম, 'লীলা, বাঁধো দেখি খোঁপা আজ
জাপানী ধরনে।' বলিত সে, 'আছে কাজ,
পারিব না।' কিন্তু সন্ধ্যাবেলা দেখিতাম
কবরী বৈদেশী ছাঁদে। কভু বা দিতাম
করবীর গুচ্ছ এক, 'পরো লীলা চুলে।'
ভাবিতাম (মিথ্যা কথা), গিয়েছে সে ভুলে !
ভুলিত না। কালো চুলে রক্তকরবিকা,
সায়াহ্নের মেঘে যেন সূর্য্যাস্তের শিখা
বিচ্ছুরিত। হেন ফুল না ছিল কাননে
চৌর্য্যে কিম্বা দস্যুতায় আনিয়া যতনে
আদরে দিই নি তুলে লীলার খোঁপায়।

কী বলিব, ওতেই তো মরেছিনু প্রায়।
সে চুলের ফাঁসে বদ্ধ মূঢ় চিত্ত, হায়,
ঝুলেছে সহস্রবার! লীলাও জানিত
কী যে দুর্ব্বলতা মোর; হঠাৎ শাণিত
কাঁচি হাতে বলিত সে, রাগাতে আমারে,
'দেব কেটে পোড়া চুল!' বলিতাম তারে,
'আর যাই পার, লীলা, পারিবে না কভু
কাটিতে ও পোড়া চুল।' শাসাতে সে তবু
ছাড়িত না; অবশেষে উঠিত হাসিয়া।
অর্থাৎ মনের কথা গিয়েছে ফাঁসিয়া
মোর কাছে।

মনে পড়ে সেদিনের কথা,
ফাল্গুনের তপ্তবায়ে বিমূঢ় মত্ততা
ছায়াদেহী কস্তুরিকামৃগপালসম
উধাও ছুটিতেছিল; সেই সঙ্গে মম
মুগ্ধচিত্ত ছুটে গিয়ে করিল প্রবেশ
লীলার কুন্তলারণ্যে; হারাইনু দেশ,
হারাইনু কাল সেই আদিতমিস্রায়!
যুগপৎ মধু মদ শিশিরের নেশা
দুঃখের দ্রাক্ষার দ্রব সুরাসার-মেশা

অজস্র সর্পের বেগে স্নায়ুতন্ত্রীপথে
পশিল শরীরে মোর। নিঃশূন্য জগতে
ভ্রমিলাম পথভ্রান্ত পুরূরবাপ্রায়।
বৃথা স্বপ্ন!

অন্যমনা দেখিয়া আমায়
বেঞ্চের নীচেতে নেমে মাথা করি হেঁট
খুলিয়া ফেলিয়া লীলা টিফিন বাস্কেট;
সন্দেশ সাজালো প্লেটে দুইচারিখান;
কহিল সম্মুখে ধরি, 'আগে কিছু খান।'
স্বপ্ন তবে স্বপ্ন নয়! আবার সংসার
ইন্দ্রধনু দিয়ে বোনা মনে হল, আর
অনুকম্পামিশ্র দয়া ভরিল আমারে;
ভাবিলাম— ভগবান্ থাকিতেও পারে!
দেখিলাম, লীলা ধীরে গোছায় জিনিস;
মন্দীভূতগতি ট্রেন দেয় তীব্র শিষ।
'একি, লীলা?' কহিল সে, 'নামিতে যে হবে।'
আজি কি স্বপ্নের শেষ এইখানে তবে!
কিন্তু তার আগে যদি শুধু একবার
কেবল ক্ষণেকতরে গুণ্ঠনটি তার

খুলে যেত! অতর্কিতে নামিত সহসা
উপত্যকাপাদদেশে-অকস্মাৎ-খসা
প্রচ্ছায় রাত্রির মত নিবিড় কুন্তল!
এত হয়— এইটুকু হবে না কেবল?—
ব্যস্ততায় মাথা হতে নামিল গুণ্ঠন।
নাই ভগবান্ আর বলে কোন্ জন!—
কিন্তু একি! চুল এ যে ছোট ক'রে ছাঁটা!
আগ্রীবকুঞ্চিত কেশে ঢেকেছে গ্রীবা-টা!
'একি লীলা, চুল কোথা? কী রকম বেশ
কহিল সে, 'ইস্কুলের হেড্ মিস্‌ট্রেস্
আমি, ছোট ক'রে ছাঁটা সেখানে রেওয়াজ
ষ্টেশনে থামিল গাড়ি। 'আসি তবে আজ'
কহিল সে নতমুখে। নামাইনু তার
বাক্স শয্যা আদি; গাড়ি ছাড়িল আবার।

৫ অগস্ট, ১৯৩৯

লাল শাড়ি

প্রথমে বুঝি নি আমি, সেও বোঝে নাই ;
হৃদয়দোলার 'পরে অসঙ্কোচে তাই
লালন করেছি তারে ; সে শিশুর হাসি,
অসংলগ্ন আধো-ভাষা, অশ্রু রাশি রাশি
মনে হ'ত নিরর্থক। যবে শুধালাম—
বলিল সে দেবশিশু, প্রেম তার নাম।
চমকি উঠেছি দোঁহে ! মানুষের ঘরে
এ কাহার আবির্ভাব ? যে লীলার স্রোতে
অবাধে ভাসিল তরী, কোন্ গুপ্তপথে
আনিল সে অন্যমনা ; এখানে নিবিড়
হয়েছে জলের বর্ণ ; এখানে গভীর
হয়েছে জলের তল ; সমুদ্রের টান
মর্ম্মান্তে যুঝিছে বুঝি প্রতি কাষ্ঠখান
মুমূর্ষু এ তরণীর। যবে শুধালাম—
এ কোন্ অকূল সিন্ধু ? প্রেম তার নাম।
চমকি উঠেছি দোঁহে।

ব্যাপারটা এই—

সংক্ষেপে বলিয়া ফেলি (ধৈর্য্য বেশি নেই
কর্ম্মরত জগতের) তার সনে প্রেমে
একদা পড়িয়াছিনু। খেলা হতে থেমে
পিছে ফিরে দেখিলাম— খেলা নহে আর,
খেলাঘরে পাতিয়াছি মনের সংসার।
সর্ব্বনামে না কুলাইলে বলিব নিশ্বসি,
নাম তার (বলিব কি ?) শ্রীমতী অতসী।
ছদ্মনাম। মনে পড়ে সেদিনের কথা
অর্থাৎ যেদিন ধরা পড়িল মূঢ়তা
নির্ব্বোধ প্রাণীর ছুটি।

প্রথম শরতে

নির্ম্মোকধবল জ্যোৎস্না ; পরতে পরতে
জড়িত হইয়া গেছে গন্ধ শেফালির ;
মেঘচাপা সায়াহ্নের অতপ্ত সমীর
স্নিগ্ধতা পায় নি ফিরে ; ব্যাকুল টিট্টিভ
জ্যোৎস্নার উৎকণ্ঠা যেন ; প্রায় নিভ-নিভ
তারকার দীপাবলী ; দিগন্ত ঘেরিয়া
কী এক সঙ্গীত যেন ওঠে আকুলিয়া
মৌনতার মত। চলিয়াছি দুইজনে
বীথিপথে, নিত্যকার মত অন্যমনে।

সহসা কী হ'ল ! তারে কহিনু নিশ্বসি,
'ভালো না লাগিছে, বলো কী করি, অতসী ?'
সে উঠিল ঝঙ্কারিয়া, কণ্ঠে ও কঙ্কণে,
'আমি তার কিবা জানি ! যাহা লয় মনে,
তাই করো।' এত বলি চলি গেল দ্রুত।
দাঁড়ায়ে রহিনু আমি সেই জ্যোৎস্নাপূত
বনচ্ছায়ে।

হেরিলাম চিত্তমাঝে মম
আনন্দের মতো ব্যথা, সুখ ব্যথাসম।
সুধা ব'লে ইচ্ছি যারে তীব্র সে গরল,
কণ্ঠে ঢেলে দিই যবে তপ্ত হলাহল
সে যে সুধাদ্রাবী ! মরি, শিশিরের ছটা
কাহার ইঙ্গিতে লভে ইন্দ্রধনুঘটা !
হাসি আর হাসি নয়, অশ্রু অশ্রু নয় !
কোথায় ঘটেছে কোন্ গুপ্ত পরিণয়,
তাই সব বিপরীত ! বিচিত্রবরনা
সুখদুঃখ-আশাস্বপ্ন-খচিত ওড়না
নৃত্যের আবর্তে কার ঘোরে চিত্তমাঝে—
কী দেখি, কী করি তাও কিছু বুঝি না যে
বিষম সৌভাগ্য লয়ে ! উঠিলাম ঘেমে,
মনে হ'ল হয়তো বা পড়িয়াছি প্রেমে !

কার সনে ?   অতসীর ?   এল না তো হাসি,
নিজেই নিজের কাছে একি অবিশ্বাসী !

প্রথম কবে যে দেখা অতসীর সনে
ভুলে গেছি, এইটুকু আছে শুধু মনে—
মাঝে মাঝে চিত্ততটে লাগিত জোয়ার।
বুঝিতাম অন্তহীন আকাশে আমার
কোথাও হতেছে কোনো নব গ্রহোদয়।
দিগন্তে ঝকিত কার চকিত বলয়
ক্ষণে ক্ষণে। দেখিতাম নব লাল শাড়ি।
(নীল নহে, কাজেই সে যেত না নিঙাড়ি,
বিশেষ তখনো চিত্ত হয় নাই তার
করায়ত্ত)   দেখিতাম, শাড়িখানি লাল
আমার গৃহের পথে সকাল বিকাল
ক'রে যাতায়াত ; কভু উচ্চহাস্যে তার
উচ্চকিত ত্রস্ত শিখী কলাপ বিস্তার
ক'রে দিত ; হেরি সেই ইন্দ্রধনুলিখা,
চক্ষু তার বরষিত কৌতুককণিকা।

ক্রমে লাল শাড়ি সনে হ'ল পরিচয়।
আলাপের সীমা যেথা হয়েছে প্রণয়,

সেখানে বাধিল গোল। তুচ্ছ কথা যত—
অবাধে যা ভেসে যেত তরণীর মত,
ক্রমে তা সঙ্গমে এসে হ'ত কানচাল।
লাল শাড়ি হ'ল শেষে মোর পক্ষে কাল।
'অতসী অতসী!' —ডাকি, না দেয় উত্তর।
ব্যাপার কি? অবশেষে ভাবিয়া বিস্তর
মনে হ'ল— গতকল্য ডেকেছিল মোরে,
ব্যস্ততায় পারি নি উত্তর দিতে। ওরে
সর্ব্বনাশ! লঘুপাপে গুরুদণ্ড শেষে!
ভাবিলাম তুচ্ছ কথা উড়াইব হেসে।
উড়িল না। রাত্রি গেল, দিন এল ফিরে,
এল না দিনের আলো।

দেখিলাম, ধীরে
আসিছে সে; ভাবিলাম, এই অবসর,
আমার গাম্ভীর্য্য দিয়ে তারে নিরুত্তর
ক'রে দেব। কিন্তু একি, সে দিল বিকাশি
শ্রাবণের মেঘ-ফাটা আশ্বিনের হাসি!
কহিল সে, 'আপনি তো জানেন দেখিতে
হাত!' বিনা ভূমিকায় বাড়ালো চকিতে
কঙ্কণের-বেড়-দেওয়া নিঃশঙ্ক গৌরবে
গৌর বাহুখানি। 'বলো, কখন কে কবে
ছেড়েছে সুযোগ হেন? জানি, নাই জানি,

হাত তার মোর হাতে লইলাম টানি।
এই পাণিগ্রহণের সাক্ষী আমি একা ;
(হে পাঠক, মাথা খাও, শিখো হাত দেখা)
কী দেখিনু ? পুষ্পমৃদু করপদ্মতল,
টিপিলে রক্তের আভা করে চলাচল
তাও চোখে পড়ে। হৃৎরেখাটি সুগভীর,
সে যেন যমুনা গূঢ়, শঙ্কায় নিবিড়,
কত অভাগ্যের আশা হবে বানচাল
উত্তাল আবর্তে হোথা ; শুক্রগিরিভাল
সমুন্নত, দাঁড়াইলে সে শিখরশিরে
দেখা দেয় রাত্রিশেষ-স্তম্ভিত তিমিরে
পূর্ব্বরাগদ্যুতি। আর কিবা দেখিলাম !
পাঁচ আঙুলের মাঝে সুগোল সুঠাম
অনামিকা ঘিরি এক অঙ্গুরী চুনির।
কনিষ্ঠাতে দেখিলাম একটি গভীর
ক্ষতচিহ্ন, কোনো কালে গিয়েছিল কেটে।
এইমতো পরিশ্রমি, ঘোরতর খেটে,
তার হাতে পড়িলাম মোর ভবিষ্যৎ!
কেমন সে ? অন্ধকার, গাঢ়মসীবৎ।

এইরূপে পরিচয় হ'ল'ক্রমে গাঢ়।
এর পরে হাত তার দেখিয়াছি আরো—

ক্রমেই সময় কিছু লাগিত অধিক।
আরেক দিনের কথা ; তারিখটা ঠিক
মনে নাই ; সন্ধ্যাকাল নবফাল্গুনের,
হয়তো আকাশে ছিল পূরন্ত চাঁদের
খণ্ডকলা ; চলেছে সে সঙ্গিনীর সাথে,
আধো-দিবালোকে আর আধেক জ্যোৎস্নাতে,
কল্পনা ও বাস্তবের সীমান্ত বাহিয়া
অস্ফুট স্বপ্নের মত ; উন্মনা, গাহিয়া
সদ্য-শেখা গানখানি। 'চলেছ কোথায় ?'
কহিল সে অন্যমনে, 'যেথা চক্ষু যায়।
যাবেন কি ?' যাব কি না ! কী দিব উত্তর ?
পথচারী ছায়া মোর হইয়া তৎপর
মিলিল ছায়ায় তার। বনপথে ধীরে
চলিলাম কয়জনে, সায়াহ্নসমীরে
করবীতে গোঁজা তার গুচ্ছ লেবুফুল
স্বপ্নের সীমানা খোঁজে সুগন্ধআকুল।
স্বপ্নের সীমানা কোথা ? হয়তো এখানে
নির্জ্জন এ রাঙাপথে, গুঞ্জিত এ গানে,
ছায়া যবে ছায়াটিরে স্পর্শে বারম্বার,
প্রহরে প্রহরে বাড়ে সংখ্যা তারকার—
তার সুরে, মোর রক্তে অপূর্ব্ব সঙ্গৎ—
স্বপ্ন বল, সত্য বল, এই তো জগৎ,

এই জাগ্রত জীবন।

"কী ভাবেন মনে ?"

মূঢ় আমি বাক্যহীন করুণ নয়নে
বারেক চাহিনু শুধু সেই লেবুফুলে।
যেন সে বোঝে নি কিছু, এই ভাবে খুলে
খোঁপা হতে ফুল দুটি, লুকায়ে সঙ্গীরে
সন্তর্পণে মোর হাতে গুঁজে দিল ধীরে।
সারারাত্রি চক্ষে মোর নাহি এল ঘুম,
তুচ্ছ লেবুফুল হ'ল আকাশকুসুম।

এরূপে চলিতেছিনু, দুঃখে আর সুখে
জীবনসৌধের ভিতে মাথা ঠুকে ঠুকে
ধীরে ধীরে হাতড়িয়া ঘন অন্ধকারে।
সবচেয়ে ডরিতাম লাল শাড়িটারে—
সেই লাল শাড়িখানা ! যেদিন সে ওটা
পরিয়াছে, সেই দিনই হয়েছে একটা
রাগারাগি। রাগরক্ত সে শাড়ির রঙ
(তার চেয়ে কালো শাড়ি বরেণ্য বরং।)
ছিল মোর চিত্তাকাশে নব শনিগ্রহ।
বলিতাম, 'অসি, আজ করো অনুগ্রহ,
(অতসীরে সংক্ষেপিয়া করেছিনু অসি,
আদ্যক্ষর ছেড়ে কভু ডাকিতাম তসি)

পরো অন্য শাড়ি এক।’ কুঞ্চিয়া সে ভুরু,
‘কেন, মানায় না?’ বাস্, হয়ে গেল সুরু।
“ভালো যার নাহি লাগে, সে বুজুক চোখ,
এই শাড়ি পরিবই।” বাপ রে কী রোখ!
পালের নৌকাটি যেন চ’লে গেল বেগে!
হিসাবে বুঝিনু যাবে দশ দিন লেগে
এ রাগ ভাঙাতে। আছে অভিজ্ঞতা কিনা
(প্রেয়সী ও মেকি টাকা বড় শক্ত চিনা!
কারণ পরের দিন, দশ দিন নয়,
পরিয়া বাসন্তী বাস এল অসময়
আমার ঘরের দ্বারে। মুখে, কেশে, বাসে,
অধরে, নয়নে, চক্ষে, বাহুদ্বয়ে, হাসে,
হেনে চ’লে গেল এক সৌন্দর্য্যের কশা!
হে পাঠক, বলো দেখি আমার কী দশা!)

আমার ও অতসীর সম্বন্ধটা এবে
বুঝিতে পেরেছ খুবই। এইবার ভেবে
দেখো সে রাত্রির কথা, শারদ প্রদোষে
সৌজন্যের যবনিকা প’ড়ে গেল খ’সে
এক টানে। প্রকাশিল বিস্ময় অগাধ।
‘আপনি’ হয়েছে ‘তুমি’; ধ’সে গিয়ে বাঁধ

হ্রদে হ্রদে, হৃদে হৃদে একি সমন্বয়।
পরিচয় কখন যে হয়েছে প্রণয়!
অঙ্গার ভাবিয়া যাতে দিই নাই চোখ,
দুঃসহ ভূস্তরভারে কখন হীরক
হয়েছে সে! জ্বলন্ত সে মানিকের তাতে
হাত পুড়ে যায়, করি এ হাতে ও হাতে
তবুও ফেলিতে নারি।

ফিরে এনু ঘরে।
মনে স্থির করিলাম অতসীর 'পরে
প্রতিশোধ নিতে হবে। রহিলাম জাগি।
মরেছে সহস্র লোক প্রণয়ের লাগি—
লোকে বলে। একেবারে অতখানি না রে,
হয়তো তাহার মত বদলিতে পারে
ইতিমধ্যে। তখন কী হবে? তাই মনে
ভাবিলাম, যে চুলাই এ পোড়া নয়নে
পড়ে সেই দিকে যাব। পেলে এ সংবাদ
বিরহে পাইবে নারী মরণের স্বাদ।
তাহার দুর্দ্দশা স্মরি শান্তি পেল মন।
অসিরে হেরিল মোর মানসনয়ন—
উদ্‌ভ্রান্ত বিভ্রান্ত চিত্তে ঘুরিছে উর্ব্বশী
বিস্মৃত স্বর্গের লাগি কিঞ্চিৎ উপোসী।

বিছানা নিলাম সাথে, নিলাম মশারি,
(বিরহে মশার জ্বালা, অত বাড়াবাড়ি
সবে না আমার।) যথাশাস্ত্র ট্রেনে উঠে
পৌঁছিলাম মধুপুরে, দীর্ঘ এক ছুটে
ভোরবেলা ; নামিলাম ; কিন্তু ও কে নামে
আরেক কামরা হতে ঠিক মোর বামে—
অতসী যে! 'তুমি হেথা ?' উঠিল চমকি
অপাঙ্গে ফিরিয়া গেল দৃষ্টি চোখোচোখি,
স্ফুরিল মূর্চ্ছিত হাসি। 'স্বাস্থ্যঅন্বেষণে
আসিয়াছি। তুমিই বা হঠাৎ কেমনে ?'
'একই উদ্দেশ্য মোর, সরল সে অতি।'
একদিনে দুজনের হ'ল স্বাস্থ্যোন্নতি।
সেই রাত্রে দুইজনে ফিরিলাম বাড়ি—
তখনো পরনে ছিল সেই লাল শাড়ি।

১৭ অগস্ট, ১৯৩৯

ক্যালকাটা রোডে

ঘুরিতেছিলাম ম্যালে, দার্‌জিলিঙের
বিখ্যাত সে রঙ্গমঞ্চে যেখানে ভিড়ের
আবিল আনাগোনায় নিরীহ পথিক
না পায় সঙ্কীর্ণ পথ ; ভুলে দিগ্বিদিক্
'ফগ'-খোর স্বাস্থ্যলোভী ঘোরে বন্ বন্—
কে কতটা 'ফগ' খেল যেথা সম্ভাষণ
একমাত্র। তিন-কাল-গত সব নারী
চলে যৌবনের চালে। টুপি আর শাড়ি
বাহুতে বাহুতে বদ্ধ ভ্রাম্যমাণ ; আর
ঘোড়ায় চড়িয়া নাচে আনাড়ি সোয়ার
তালে ও বেতালে ; বাঁকা ঠোঁটে ভাঙা ভাঙা
ফেরঙ্গভাষণ ; বলিচিহ্ন গাল রাঙা
লজ্জায় ও রঙে ; কেহ ঘোড়া হ'তে নেমে,
পাকচক্রে ক্লান্ত কেহ মাঝখানে থেমে,
পাহাড়ীর কাছে কেনে সিকিমি আপেল ;
কেনে খায় আর কেনে, আস্ত যেন বেল
এত বড়— খায় আর বকিছে বর্বর
নিরর্থক ; দূরাগত রেডিওর স্বর

অদৃশ্য অঙ্গুলে মলি কান করে লাল।
স্বাস্থ্যের সে রঙ! চলে সকাল বিকাল
এইমত একভাব।

ছড়ায় কুজ্ঝটি
মলমল যবনিকা ধীরে। হে ধূর্জ্জটি,
আছে তব নন্দী ভৃঙ্গী, আর কেন সখ?
এদের বানাও কেন বৃথা বিদূষক।

সঙ্গীরে ফেলিয়া পিছে চলিলাম একা
ক্যালকাটা রোড ধ'রে; এই পথরেখা
মোর চিরপরিচিত আর অতি প্রিয়—
নিরীহ পথিক পারে মনে মনে স্বীয়
কল্পনারে অনুসরি যতদূর খুসি
চলে যেতে চক্ষু বুজে; উঠিবে না রুখি
অন্য কোনো পথচারী; জুড়ালো শ্রবণ,
জুড়াইল সর্ব্বদেহ, জুড়ালো নয়ন।
বাস্তবের বল্‌গা ছাড়ি কল্পনার হাতে,
চলিয়াছি অন্যমনে গিরির ছায়াতে।
অকলঙ্ক আকাশের নীলকান্ত থালে
কাহার নৈবেদ্য লাগি আজি কে সাজালে
সোনার তবকে-মোড়া এই দিনখানি!

ইন্দ্রাণীর হারচ্ছিন্ন (কেমনে না জানি)
পড়ন্ত হীরক এ যে মহাশূন্যপথে !
অঙ্গুলিবিচ্যুত এ যে সেই অঙ্গুরিকা
মুহূর্ত্তের তরে হানি বিদ্যুতের লিখা
পড়িছে অতল জলে ! এই ডুবে গেল—
মিলালো, নিভিল দ্যুতি ! অন্ধকার ! এলো
অকস্মাৎ কুজ্ঝটিকা কপোতধূসর।
রাশি রাশি, পুঞ্জ পুঞ্জ, বাষ্পীয় শীকর
পশিল নাসায় কর্ণে ; বেড়িল আমারে
সৃষ্টিপূর্ব্ব সরীসৃপ আদিম আঁধারে।

আর চলা অসম্ভব ; অনুমানভরে
পথপার্শ্বস্থায়ী এক বেঞ্চের উপরে
বসিলাম সন্তর্পণে ; অদৃশ্য জগৎ—
না যায় বেঞ্চিটা দেখা, নাহি দেখি পথ।
দিগ্বিহীন অন্ধকারে মন এল ফিরে
শীর্ণশাখা পঞ্জরের শূন্য এই নীড়ে
পরিশ্রান্ত। বসিলাম আমি আর মন ;
স্মরণের শতরঞ্চক্রীড়া-আয়োজন
আরম্ভিনু। বলিলাম, 'বলো দেখি আজ
(নীরন্ধ্র এ অন্ধকারে নাহি চক্ষুলাজ)
সব চেয়ে বেশি ভালো বেসেছ কাহারে ?'

মন বলে, 'এই দেখো সপ্ত পারাবারে
ঘেরা এই বসুন্ধরা ; তাই বলে তার
জলতলে ভেদ নাই ! ডুবে মরিবার
পক্ষে যথেষ্ট সবাই ! ভালো মন্দ তব
বুঝিতে পারি না আমি ; বড় অভিনব
মনে হয়।' বলিলাম, 'দেখাও আমারে ;
স্মৃতির শোভাযাত্রায় যাক্ সারে সারে
জীবন সূর্য্যায়ণের নক্ষত্রের রাশি।'

চেতনার রুদ্ধ উৎস হঠাৎ উচ্ছ্বাসি
উৎসরিল শতধারে। কত ভোলা মুখ,
কত ভোলা নাম, আর কত ভোলা সুখ
দুঃখের শুক্তির মাঝে ; কাহারো নয়ন
মিনতিকরুণ, আর কাহারো বসন
সরমে অরুণ, আর কারো বা কাঁকণ
বাজে রুন্ রুন্, আর কাহারো গুণ্ঠন
তমালতরুণ। সব-শেষে এলো সে যে
ধীর ভীরু পদে, অশ্রুর শিশিরে মেজে
মুখখানি। উর্দ্ধে নিল আমারে ছিনায়ে
সুদূর মানসে যেথা আদিম কুলায়ে
ব্যাকুল বলাকাদল চাহে বারম্বার,
কৈলাসশিখরে কবে গলিবে নীহার

বসন্তের কারাঘাতে ; উষ্ণ সুরভিতে
আমারে বেষ্টন করি নিল চারিভিতে
সুকোমল পক্ষপুটে হংসদূত যেন।
বলিলাম, 'হায়, মন, বৃথা তুমি কেন
থামিলে এমন স্থানে !' হাসিল সে শুধু।
বিস্মৃতির বৈতরণীতীর করে ধূ ধূ
নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, রিক্ত ! ভাবিলাম হায়,
একবার সে যদি রে আসিত হেথায় !

স্বচ্ছ হয়ে এল ক্রমে ঘন কুহেলিকা,
একে একে প্রকাশিল আলোকের লিখা
এধারে ওধারে। আমার বেঞ্চের 'পরে,
অন্য প্রান্তে, হেরিলাম বিস্ময়ের ভরে
নারীমূর্ত্তি এক— যেন মেঘলোক হতে,
স্বপ্নলোক হতে কিম্বা এল শূন্যপথে,
(দোহাই, রবীন্দ্রনাথ, করি নি নকল
গল্পগুচ্ছ হতে তব, প্রায় অবিকল
বলিতেছি সেদিন যা ঘটেছিল সব।)
নহে বদাউন-কন্যা, আরো অসম্ভব—
যাহারে স্মরিতেছিনু অর্থাৎ অতসী
আমারি বেঞ্চের প্রান্তে অন্যমনে বসি।
'এখানে কেমন করে ?' দুজনে চমকি

শুধালাম যুগপৎ। নেত্র চকমকি
বরষিল কৌতুককণিকা ; বলিল সে,
'স্বাস্থ্যের সন্ধানে আসিয়াছি।' 'একা বসে
এ নির্জ্জনে!' 'পথশ্রান্ত, তাই এ বিশ্রাম।'
বলিল সে কত কথা, আমি বলিলাম।

অতসীর সনে মোর ছিল পরিচয়,
বন্ধুরা বিদ্রূপ করি বলিত প্রণয়।
তার পরে একদিন ছ বছর আগে,
(কত দীর্ঘ, তবু আজ কত হ্রস্ব লাগে)
দুজনারে দুই দিকে খর কর্ম্মস্রোতে
নিয়ে গেল ছিন্ন করি ; সেই দিন হতে
দুজনের কাছে মোরা হয়েছি অজ্ঞাত
আর আজ দেখা এই হেন অকস্মাৎ!
সেই হতে খোঁজ কভু পাইনিকো তার,
সংসারসমুদ্র ধারে দুরন্ত ভাঁটার
দুর্নিবার আকর্ষণে নিয়ে গেছে টেনে ;
শূন্যতটে শুক্তিসারি রৌদ্রশূল হেনে
ভূবিন্যস্ত। কোথা গেল, রয়েছে কেমন
জানি নাই, শুনি নাই। আজো মোর মন
তুলিল না প্রশ্ন কোনো। আসন্নবিরহী
নিশান্তসমীরস্পর্শে যথা রহি রহি

চমকিয়া ওঠে তবু পারে না চাহিতে
পূর্ব্ববাতায়নে, পাছে রঙের ইঙ্গিতে
ভাঙে স্বপ্ন, ভাঙে নেশা ! তেমনি আমার
দশা ! পাছে রাগচ্ছটা সীমন্তে তাহার
চোখ পড়ে ! ভাবিলাম— আক্ষেপ বৃথাই,
হাতে হাতে মেলে যাহা যথেষ্ট যে তাই !
দুজনে মূঢ়ের মতো রহিলাম বসি—
সুগভীর উপত্যকা দিতেছে নিশ্বসি
পুঞ্জ পুঞ্জ রুদ্ধ বাষ্প আকাশের চোখে—
যে কথা যায় না বলা, মেঘায়িত শ্লোকে
কুণ্ডলিয়া উঠিতেছে দূর স্বর্গপানে।
আদিকবি হিমাদ্রির ভাষাহীন গানে
মিলিল মোদের কথা !

দেখিলাম চেয়ে
ক্রমনিম্ন পাহাড়ের গাত্র বেয়ে বেয়ে
সর্পিল পথের রেখাখানি ; সুগভীর
উপত্যকা ; শুধু শাল-সরলের শির
শ্যামোজ্জ্বল ; দিবসে ভালুক হোথা চরে,
বৃক্ষের বল্কল হতে স্নিগ্ধ রস ঝরে
নখরআঘাতে তার ; নির্ঝরঝর্ঝর,
ঝিল্লির ঝঙ্কার আর পত্রের মর্ম্মর।

অতসীরে শুধালাম, 'মনে আছে সেই
তারা দেখা ?' হাসিল সে, অর্থাৎ যে, 'নেই
সে কি হতে পারে !'

গানের আসরে মোরা
মিলিতাম। নিম্নে গান, ঊর্দ্ধে বিশ্বজোড়া
তারকিত অন্ধকার। কেবা শোনে গান !
হঠাৎ চাহিয়া দেখি তাহার নয়ান
বদ্ধ মোর আঁখিতারকায়। ধরা প'ড়ে
ফিরাইয়া যুগ্মচক্ষু আকাশের 'পরে
খুঁজিত দক্ষিণদিকে ধ্রুবতারকায় !
তাহার অমনোযোগে আমি ধ্যানীপ্রায়
হেরিতাম তার দুটি নেত্র জ্বল-জ্বল,
শেফালিসরল সে যে, তমালতরল,
তুফানজাগানো সে যে— পরশমানিক
সোনা ক'রে দিত মোর যত দশদিক্
হৃদয়ের। অকস্মাৎ নামাত সে চোখ,
দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে ঠেকি বরষিত শ্লোক
কৌতুকস্ফুলিঙ্গকণা। চলিত এমন।
কী গান হইত খোঁজ রাখে কোন্ জন !

আবার ঘিরিয়া এল ঘন কুজ্ঝটিকা—
ভাঙে-ভেজা বস্ত্র দিয়ে বিশ্বচিত্রলিখা
আনন্দে মুছিল নন্দী ; নব পট'পরে
আঁকিবে নূতন ছবি আগ্রহের ভরে
গিরিকন্যা। মিলাইল উপত্যকা, বন ;
শুধু কোন্ অন্ধকারে অমিতবর্ষণ
তালে তালে নির্ঝরের মত্ত কলরোল—
স্তব্ধতার রক্তের কল্লোল।

বিশ্বগ্রাসী সে তিমিরে দুইটি আঙুল
পরশিল পরস্পরে অকস্মাৎ! ভুল!
সংস্কারের পটভূমে ভুল, ভ্রান্তি, ভয়—
ক্ষণেকের তরে আজ পেয়েছে বিলয়।
শুধালাম, 'মনে পড়ে সেদিনের কথা,
বারেক দেখার লাগি কত যে ব্যস্ততা
দুজনের!' কহিল সে, 'কথা পুরাতন।

পুরাতন বটে! পুরাতন!
যত পুরাতন এই নদ নদী বন,
যত পুরাতন এই গিরি হিমালয়,
যত পুরাতন গিরি-কন্যার প্রণয়,
যত পুরাতন এই মানবহৃদয়।

অনন্ত তুষারপটে থাক্ শুধু লেখা
এইখানে আমাদের হয়েছিল দেখা-
এই পুরাতন সত্য।

মিলালো কুয়াশা।
দেখিলাম এদিকেও ক্রমে যাওয়া-আসা
করিছে পথিক। দেখিলাম দুইজন
দু দিক হইতে আসে করি অন্বেষণ
আমাদের। যুগপৎ দাঁড়ালাম উঠি ;
বলিলাম অতসীরে (স্বপ্ন গেল ছুটি)
'পরিচয় করায়ে দি, পত্নী মোর ইনি।'
অতসী কহিল মোরে (বাজিল কিঙ্কিণী)
দেখায়ে অপর জনে, 'ইনি মোর স্বামী।'
নীলাইয়া উপত্যকা বৃষ্টি এল নামি।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

বিদ্যাপতির রাধা

রাধা ? কে সে ? জানি তারে ? তারি নাম আমি
কাব্যে গেঁথে চলিয়াছি অস্ত-অনুগামী
শর্ব্বরী যেমন গাঁথে তারার বকুলে
বিরহের নর্ম্মহার ! তারি স্মৃতিশূলে
বিদ্ধ করি রাখিয়াছি মোর জীবনের
আদি অন্ত ভবিষ্যৎ ! তারি চরণের
মঞ্জির সঙ্কেতে কাঁপে মোর তনু মন
মুমূর্ষু শেফালিদলে আলোর মতন
সুপ্রসন্ন সমীরণে ! প্রথম-ফাল্গুনে
উদ্‌ভ্রান্ত অধীর বায়ু যায় যথা বুনে
দিকে দিকে স্বপ্নাঙ্কুর, সেইমতো আমি
আপনা-বিস্মৃত হয়ে, দীর্ঘ দিবাযামী
সুখে দুঃখে ডোরা-টানা বিচিত্র স্মৃতির
তারি নাম, তারি লীলা অজস্র গীতির
চল-কণ্ঠে ঢালিতেছি ! মনে তো পড়ে না
যৌবনফাল্গুনে মোর কে বসন্তসেনা
হেন মায়াচ্ছায়াময় ? চিনি না রাধারে ।

পল্লবপেলব ঘন সুস্নিগ্ধ মাদারে
মেদুর তমিস্রারাশি, যেন সে প্রিয়ার
রতিমুক্ত কেশপাশ! নাহি পড়ে চোখে
কোন্ রাধা, কোন্ কৃষ্ণ, আছি কোন্ লোকে!
ছন্দের সঙ্কেত শুনি ছুটি অসম্বিৎ—
নাহি জানি স্বর্গ, শাস্ত্র, দেবতাচরিত।

নহে নহে নহে রাধা, নহে সে রাধিকা,
ছন্দের মুকুরে মোর যেই প্রসাধিকা
অকারণে বেণী খুলে দেখিছে চিকুর;
সিঁথির বীথির 'পরে পরিতেছে চূড়
রক্তকুরুবকে; আর ঘুচায়ে কাঁচলি
দুর্গম সঙ্কট মাঝে গুঁজিতেছে কলি
স্বর্ণকরবীর; আর নূপুরদুটিরে
অদলি-বদলি পরে, পরে ধীরে ধীরে
যেন ত্বরা নাই; আর হাসির আভাসে
গালে টোল পড়ে, আর চকিত চাহনি
ছুটে চলে যায় যেন সুবর্ণহরিণী :—
তারি কথা বলিতেছ? সে যে সাহসিকা,
নহে সে নহে সে রাধা, সে নহে রাধিকা।

সেদিন পূর্ণিমাশশী ঘনপুঞ্জ মেঘে
ক্ষণে ক্ষণে আবরিছে, যেন বায়ুবেগে

পদ্মে আর পদ্মপত্রে চলে লুকোচুরি
নীলসরোবরতলে ; উঠিছে অঙ্কুরি
বিস্মৃত বাসনা যত চূতমঞ্জরীর
দুর্নিবার অন্ধ বেগে ; বহিছে সমীর
পুলক-জাগানো স্মৃতি ; দিগ্বলয়-ডোর
শ্লথ নীবীবন্ধ-সম রভসবিভোর
সুপ্ত নাগরীর : যেন সমস্ত ভুবন
আবছায়া-মায়া-ঢালা কাহার চুম্বন-
পরশনে !

হেনকালে সন্ধ্যারতিথালে
পাঁচটি প্রদীপ বহি প্রভাদীপ্ত ভালে
কৃত্তিকারূপিণী ধনী আসিল বাহিরে ;
অপরিচিতের পানে তাকাইল ফিরে
একবার ; তারপরে গেল সে চলিয়া
জলদে-বিজলি-সম দ্বন্দ্ব-পসারিয়া
ছায়া-ঢালা বীথিপথে। রূপ যায়, স্মৃতি
প্রেতের আকাঙ্ক্ষা বহে ; দুঃখ হয় গীতি,
চাক-ভাঙা মধুপের হা-হা গুঞ্জরণ !
বিজলি-ঝলিত চোখ সর্ব্বত্র যেমন
বিদ্যুতের আভা দেখে তেমনি সদাই
সে রূপময়ীর রূপ দেখিবারে পাই।

নিদ্রার খিলানে দেখি আছে সে দাঁড়ায়ে
দীপঙ্করী ; স্বপ্নে আসে চরণ বাড়ায়ে
সকৌতুক কৌতূহলে ; ধরে সে কত-না
অচিন্ত্য অপূর্ব্ব কায়া পথিকললনা
স্মৃতির বীথিকাচারী— উঠি চমকিয়া ।
পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝে দ্বন্দ্ব পসারিয়া
প্রেমের সে পসারিনী যায় ঝলকিয়া ।

সেদিন চলিতেছিনু রাজপথ-'পরে,
ভগ্ন চূতাঙ্কুর এক মাথার উপরে
সহসা পড়িল আসি । দেখিনু চাহিয়া,
প্রাসাদ-অলিন্দতলে রয়েছে বসিয়া,
শরতের শুভ্র মেঘে শুভ্রতর শশী
সে রমণী ! আপনার অন্তস্তলে পশি
যেন হারায়েছে পথ, যেন সে দেখে নি
পথের পথিকে কোনো ! অয়ি একবেণি,
তবু না ভাসিত যদি কটাক্ষে কৌতুক !
তবু না ঝলিত যদি হাসির যৌতুক
অধরের কোণে কোণে ! একি লীলা তব.
পথের পথিকে হানি অস্ত্র অভিনব
কন্দর্পের অভিনয় ! 'তুমি বুদ্ধিমতী,
তাই বলে হতভাগ্য আমি স্থূলমতি

এ কেমন অনুমান? নিলাম কুড়ায়ে
মকরকেতুর ছিন্ন রথের চূড়া এ
পাটল মঞ্জরীখণ্ড; হ'ল সে আমার
স্মৃতির নিষ্ঠুরাঘাতে শয্যা শরাধার।

সখীসনে স্নানরঙ্গে দেখেছি তাহারে:
করবিতাড়নে তার মুক্তাদ্যুতি হারে
উচ্ছ্রিত ফেনিল ঊর্মি: যেত তারা ভাসি
অতল সুপ্তির মাঝে যেন স্বপ্নরাশি
অনায়াস কী লীলায়! উঠিত যখন
সোপানশিলার 'পরে, নিষিক্ত বসন
অঙ্গে অঙ্গে মিলাইত— নব সূর্যোদয়ে
মেঘচ্ছদ গৌরীশৃঙ্গে যায় লীন হয়ে।
তার চেয়ে শ্রেয়স্কর নিষ্কল নগ্নতা।
এ যেন তর্জ্জনী তুলে হৃদয়ের কথা
বৃথা রুধিবার চেষ্টা, যতই শাসন
তত আরো বেশি ক'রে সরম-নাশন
একি মাথা কুটে মরা! রহস্য দেহের
আজো হইল না ভেদ; তাই মানুষের
শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, নাই দিগ্বিদিক্—
তাই তো আজিও সে যে শিল্পের পথিক।

তার পরে কতবার দেখিয়াছি তাকে
রাজসভা-মাঝে। ঊর্দ্ধে জালায়ন-ফাঁকে
নেত্র তার জ্বল-জ্বল ; উৎকণ্ঠা গানের
নিঙাড়ি টানিছে যবে নিভৃত প্রাণের
শেষবিন্দু রস— আর সমস্ত ভবন
অনির্ব্বচনীয়তায় করে টন্ টন্
সুপক্ক দ্রাক্ষার গুচ্ছ, দেখেছি তখন
কামনার উল্কা-জ্বলা তার দুটি চোখ
ইন্ধনসন্ধানী ; চির জড়ত্বনির্ম্মোক
অজ্ঞাতে কখন খুলি বুভুক্ষু নাগিনী
এসেছে স্বমূর্ত্তি ধরি বাসনারূপিণী
আদিম রমণীশিখা ; দুটি নেত্র মম
সে দৃষ্টির নাগপাশে বদ্ধ মৃগ-সম
আপনা-বিস্মৃত আর বিস্মৃত সকল—
স্থান কাল, পাত্র মিত্র, রাজসভাস্তল।

সেদিন সে চলেছিল সখীসনে মিলি
বিশ্রস্ত আলাপরঙ্গে ; রৌদ্র-ঝিলিমিলি
নব নব অলঙ্কার দিতেছিল তুলে
প্রতি অঙ্গে, কটিতটে, কণ্ঠে, বাহুমূলে
মুগ্ধ প্রণয়ীর মতো ! বনবীথিচ্ছায়ে
অভিনব কী বসন দিয়েছে জড়ায়ে

দেহে তার! আলো-ছায় প্রণয়ীযুগল
তাহারে করিতে খুশি হয়েছে পাগল—
কেহ দেয় শাড়ি আর কেহ অলঙ্কার,
সমান নিষ্ফল দোঁহে মুখ ক'রে ভার
পড়ে' থাকে পথে। আমি সম্মুখে আসিয়া
দাঁড়ালেম। সখী তার শুধালো হাসিয়া,
কী চাও পথিক? মুখে না জুয়ালো বাণী।
কী চাই? তাই তো! আমি নিজেই কি জানি।

কেন যে এমন হয় কে পারে বলিতে?
আশার চরম লগ্নে কে আসে ছলিতে
বিড়ম্বিতে অকারণ? ভাষা কি শেখে নি
কেমনে ছাড়াতে হয় ঘটনার বেণী?—
ছায়ারে কেমন করি কায়া দিতে হয়?—
বাক্যে যাহা স্থূল অতি তাহারে প্রত্যয়
না পারে করাতে ভাষা; সঙ্গীতের সুর
সেও হার মানে, নাহি যায় তত দূর।
তাই শুধু চেয়ে থাকা!

গেল তারা চলি
অশোক-জাগানো পায়ে আলো-ছায়া দলি
বিশ্রামের বিশ্রম্ভনে। দেখে ফিরে ফিরে,

দেখে আর হাসে দোঁহে। প্রদোষসমীরে
হাসির নিক্কণ আসে রূঢ় অদৃষ্টের
অক্ষধ্বনিসম ; মোর জীবন-ছকের
সব ঘুঁটি দেয় উলটিয়া। দুজনায়
মিলালো পথের বাঁকে— বৃথা স্বপ্ন-প্রায়
ততক্ষণে সন্ধ্যাকাশে হয়ে গেছে টানা
রঙের তুলিকা যত। বিগত-নিশানা
সঙ্গীহীন সন্ধ্যাতারা চেয়ে আছে একা—
তখনো তারার দল দেয় নাই দেখা।

সে কি মধ্যরাত্রি হবে ? আরো বেশি কিছু
কালপুরুষের অসি অতখানি নীচু
না হয় দ্বিতীয় যামে। স্বপ্নে-মনে-পড়া
প্রিয়মুখচ্ছবিসম তরুতলে ঝরা
বকুলের আধো গন্ধ। প্রোষিতভর্তৃকা
বিরহিণী বধূ-সম ঘুমাইছে একা
বিনত রজনীগন্ধা। বেড়াপ্রান্তে হেনা
কত কী ইঙ্গিত করে, চেনা ও অচেনা
জগতের সীমন্তিনী। পুরীর উৎসব
কেবল হয়েছে শেষ ; ফিরিতেছে সব

যে যাহার ঘরে। মুখে কারো নাহি কথা ;
সকলেরি রক্তে এক আদি-ব্যাকুলতা
চঞ্চলিয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম তারে
স্বপ্নের পথিক-সম গুণ্ঠিত আঁধারে
চলিয়াছে। দাঁড়ালেম সমুখে আসিয়া—
আর না উঠিল তন্বী কৌতুকে হাসিয়া ;
কুণ্ঠিত থামিল ধীরে। সে যেন রে জানে
আমি চির-প্রত্যাশিত, যেন এইখানে
দুজনে মিলন হবে অদৃষ্টের লেখা—
পথের জনতাপ্রান্তে মোরা দোঁহে একা।
কোথা গেল নাগরীর কৌতুকভাষণ ?
কোথায় সে মুহুর্মুহু অপাঙ্গশাসন ?
কোথা নিক্কণিত হাসি ? ডুবিয়াছে ভরা ;
বানচাল হয়ে গেছে সমস্ত পসরা,
সুখের বেসাতি যত। আছে শুধু নারী,
আর আছে বুভুক্ষিত হৃদয় তাহারি—
নহে অতিরিক্ত কিছু। প্রণয়স্তিমিত
চক্ষে আধো-অবিশ্বাস। বিহঙ্গিনী ভীত
আঁধারে আশ্রয় খুঁজি ফিরিয়াছে নীড়ে,
তবু না প্রত্যয় হয়। আমি ধীরে ধীরে
কুসুমকোমল কর লইলাম টানি।
তার পরে কী হয়েছে কিছুই না জানি।

তখন ছুঁইল চন্দ্র ধরার কপোল ;
খসে-পড়া পুষ্প পেল ধরণীর কোল ;
সারারাত্রি সাধনায় চঞ্চল সমীর
কুয়াশা-অঞ্চলখানি গৌরীশিখরীর
তখন ঘুচালো সবে ; ত্রিযামা প্রহর
ছায়া দেয় নাই ধরা, মূঢ় তরুবর
সেধে সেধে মরিয়াছে, তখন আঁধারে
তরুছায়া এক হয়ে গেল একেবারে।

অবোধ বালক যথা প্রতিদিন দেখে
নব-অঙ্কুরিত বৃক্ষ মেলে একে একে
নব পত্র নব দল, পরমবিস্ময়ে
কথা না জোগায় মুখে, থাকে মুগ্ধ হয়ে—
সেইমতো দেখিয়াছি তারে, পাই নাই
রহস্যের তল।   যবে দূরে চলে যাই
নিকটচারিণী সে যে ; কাছে যবে আসি
সে যেন সুদূরে গেছে দিগন্ত-উদাসী
ক্ষীণ তন্বী বনলেখা বাষ্পমায়াময় :
বিশ্বাসের তরুশাখে দোলা অপ্রত্যয় ;
কোলে টেনে নিয়ে বুঝি নির্ম্মম বিরহ
ছেড়ে দিয়ে জানি সঙ্গে আছে অহরহ

স্মৃতির সুগন্ধ-রূপে ; রাগারুণ গালে
চুম্বনের চন্দ্রকলা মিলায় অকালে
ঝড়ের ইঙ্গিতে কোন্ ; তুরন্তঝটিকা
মেঘ কেটে অকস্মাৎ দেখি স্মিতলিখা
আচম্বিত সুপ্রভাত, আপনার রূপে
আপনি আড়াল হয়ে নিজের স্বরূপে
ঢেকে যেন রাখিয়াছে। এই যদি প্রেম
আজিও তাহার হায় অন্ত না পেলেম !

এই মোর রাধা। সে যে একান্ত মানবী—
যৌবনযজ্ঞাগ্নি হতে বাসনার হবি
উদ্ভিন্ন করেছে নব দ্রুপদনন্দিনী।
কামনার গিরিশৃঙ্গ হ'তে নিঃস্যন্দিনী
এই নব ভোগবতী ! প্রেম সে মর্ত্ত্যের
আর আনন্দ স্বর্গের। প্রণয়াবর্ত্তের
প্রচণ্ড ঘূর্ণনে হেথা জীবনের হেম
ধরেছে অরূপ কান্তি, তারে বলি প্রেম।
নহে তাহা সুখ, নহে দুঃখ নিরবধি ;
অসীম সমুদ্র নহে, নহে ক্ষুদ্র নদী ;
নহে পাওয়া, নাহি-পাওয়া ; নহে আত্মা, দেহ ;
বুকে বেঁধে কাঁদা আর উথলিত স্নেহ

বাহুপাশ মুক্ত করি। কামলোকমাঝে
নিগূঢ় মৃণাল তার ; রূপলোকে রাজে
অনবদ্য অরবিন্দ মেলি দিয়া দল ;
অরূপ লোকের বায়ু তার পরিমল
রেখেছে নন্দিয়া নিত্য। সেই মোর রাধা !
ত্রিলোকের অভিজ্ঞতা যন্ত্রে তার সাধা !
কামনার নটী সে যে ; পাপ-পঙ্কজিনী
মধ্যরাত্রে সুরাপাত্র ঝঙ্কৃতকিঙ্কিণী
ধরে ওষ্ঠে ; নিয়ে যায় দেহান্তের শেষে
যৌবনযোগিনী যেথা ছিন্নমস্তাবেশে
আপন রুধির পিয়ে। যত কিছু পাপ,
সুরাপাত্র ঘিরি আছে যত-না প্রলাপ
মুখরিয়া মত্ত হয়। স্খলিত নূপুর
মদিরপিচ্ছিল ভূমে ভেঙে করে চূর
সত্যশাস্ত্র প্রভৃতির সঙ্কল্প মহৎ,
কীর্ত্তির নরকে বসি দেখায় সে পথ
ঊর্দ্ধগামী। আমি কবি তুলিয়াছি তায়
প্রলয়পয়োধি হ'তে বেদবাণীপ্রায়
কল্পনার রূপলোকে। আমি তার কবি।
দেব নহে, দৈত্য নহে, একান্ত মানবী
আমার শিল্পের পদ্মে।

তারে বলো রাধা ?
ত্রিলোকের সপ্তস্বর কণ্ঠে তার সাধা।
কামনার নটী সে যে, প্রেমের রমণী,
ভাবনার অপ্সরী সে, কবিতার ধনী,
বৃকভানুপুত্রী রাধা। সে নহে কৃষ্ণের।
তারে বসায়েছি আমি পালঙ্কে কাব্যের,
যাপিব বাসররাত্রি। নন্দের নন্দন
আসিলে দেখিবে, নাহি দ্বারের বন্ধন
উন্মোচিত। জানো সবে, রয়েছে বসিয়া
সঙ্গোপনে বিদ্যাপতি আর তার প্রিয়া॥

৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৫

ত্রিশঙ্কু

মধ্যাকাশে নিরালম্ব মেঘসহচর
নিঃসঙ্গ ত্রিশঙ্কু আমি। হেরি অবিরাম
চন্দ্র সূর্য্য দুই মাকু করে ছুটাছুটি,
কালের বসন বেড়ে চলে নিরন্তর
পাঞ্চালী-অঞ্চল-দীর্ঘ। তৃপ্ত চাতকের
ডানা-ঝরা বারিবিন্দু শুকায় আমার
প্রলয়নিশ্বাসতাপে ; মত্ত চকোরের
স্বপ্ন ভাঙে অকস্মাৎ বজ্র-অনুকারী
অট্টব্যঙ্গহাস্যে মোর ; আমি সে ত্রিশঙ্কু।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে ব্যবধিয়া প্রশ্নের অসিতে
আমি চিরলম্বমান ; মর্ত্ত্যের দুঃস্বপ্ন
আমি, স্বর্গের কৌতুক ; জীবন অতীত
মোর, মৃত্যু অনাগত।
সুপ্তি আর স্বপনের প্রত্যন্তসীমায়
অরাজক যাযাবর অশ্বে দুরাশার
আমি ভ্রান্ত ভ্রাম্যমান।

ওই নিম্নে পদনিম্নে ক্ষীণ যায় দেখা
সমুদ্র ; ঊর্ম্মিত তটে কম্পিত শাখায়

সিন্ধুশকুনের দল ; ক্ষুদ্র ঈগলের
তীক্ষ্ণ নখরে বিক্ষত বৃক্ষ দেওদার ;
যে গিরি খোলে না কভু স্তনিত শিখর
দিবসের লুব্ধ রৌদ্রে, শুধু রাত্রি জানে
(তারকিত নির্জ্জনতা স্তব্ধ শর্ব্বরীর)
ভবিষ্যের-শত-উৎস-সম্ভাবনাময়ী
সে স্তনকান্তিরে ! হায়, আমারি সে ধরা !
অনুমানগম্যা এবে রয়েছে বিস্তৃত
প্রণয়ীর পরিত্যক্ত ভূর্জ্জপত্রলিপি,
শুষ্ক শীর্ণ জীর্ণ দীর্ণ বলিত স্খলিত !
আর উর্দ্ধে, ওই উর্দ্ধে, তাম্রময় টাট
আকাশের। প্রতি রাত্রে আসে বাহিরিয়া
নক্ষত্রের পিপীলিকাসারি চন্দ্রমার
লোভে লোভে ; প্রতিদিন কাতারে কাতারে
রামের কটক চলে মেঘ-মেখলায়
অফুরন্ত ; নভোনীলে পুঞ্জিত জলদ
রচে নব সেতুবন্ধ ; গর্ব্বী গরুড়ের
পক্ষদাহী ইরম্মদ অসংখ্য শাখায়
আকাশে বিতান মেলে ; করুণায় যবে
বর্ষণবিমুখ বারি, কোথা হতে হায়
অট্ট বজ্র হা-হা হাস্যে দেয় করতালি
ধিক্কারি নিজেরে ! এই তো আবাস মোর !

কর্ম্মহীন বাহু মোর, স্বপ্নহীন আঁখি ;
সুপ্তি নাহি, নাহি জাগরণ ; নাহি তৃপ্তি
নাহিকো তিয়াষা ; তার চেয়ে ক্ষুধা শ্রেয়,
ক্ষুধা অপ্রমেয় ; তার চেয়ে তৃষ্ণা ভালো
অগস্ত্যের ; তার চেয়ে মিথ্যা সেও ভালো ;
মিথ্যা ভালো, মৃত্যু ভালো, ভালো অন্ধকার
নৈষ্কর্ম্ম্যের গোধূলিতে দোদুল্য বাঁদুড়
তার:চেয়ে কৃপ্য কিবা ! হায় ভগবান্ !

জীবনের দ্রাক্ষাবনে পশেছিনু কবে
আজি সে অনেকদিন ! মেঘায়িত ফল
মিথ্যা অমৃতায়মান ; কত লগ্ন, মরি
নিঃশব্দে ভাসিয়া এসে হৃদয়ের ঘাটে
দাঁড়ায়েছে হংসদূত ; কত চুম্বনের
স্খলিত চুনির হার গিয়াছে ছড়ায়ে
ব্যর্থতার ধূলিতলে ; কত-না চোখের
চকোর ভুলেছে পথ কুন্তলিত মুখে !
আদর্শের হরধনু সেও লভ্য ছিল,
স্পর্শি নাই ; কর্ত্তব্যের করাতে চিরিয়া
সাধি নাই কর্ণ-ব্রত !
শুধু একা একা
হৃদয়দণ্ডকবনে মরিয়াছি ছুটে

রাক্ষসী মৃগের পিছে। কে নিল ছলিয়া
জীবন-সীতারে মোর ? কে নিল ছিনায়ে
যজ্ঞভূমিহৃদিদীর্ণ পৃথিবীসম্ভবা
জীবনের জানকীরে ? হায় ভগবান্ !
জীবনেরে করিয়াছি অবহেলা ; তাই
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-মধ্যশায়ী দ্যুলোকের দ্বীপে
জীবনের অভিশপ্ত নির্ব্বাসিত আমি।
দুঃখের শিখরচ্যুত অশ্রু-সরস্বতী
লুপ্ত হ'ল বালুকায়। বাজে কলধ্বনি
অবিরাম ধরাগর্ভে কে যেন শানায়
স্রোতস্বিনী অসিলতা জীবন-পাথরে
ব্যঙ্গ-করুণায় ! জীবন-গাণ্ডীব-ভার
অসমর্থ হাতে তুলে দাও ধনুঃশর
স্বপনের ; স্বপনে খেলিব খেলা লুপ্ত
জীবনের ; স্বপ্ন ভালো নাস্তিক্যের চেয়ে ;
সুপ্তি ভালো নৈষ্কর্ম্ম্যের চেয়ে ! ভগবান্ !

যার
স্বপ্নও গেছে, সুপ্তিও গেছে, যার
তার
সুখ গেছে হায়, স্মৃতি গেছে বেদনার

আর
জীবনে মরণে জীবন্মৃতের
আছে কিবা অধিকার ?
আলোছায়া সদা ছক কেটে কেটে
কোষ্ঠি রচিছে কার ?
কালের দেয়ালে যুগ-বিদ্যুৎ
ধ্বংসের লিপিকার !
আর
নিশীথের কালো বালুঘটিকায়
তারার কণিকা নিয়ত ঝরায়
(সময় ফুরায়, সময় ফুরায়)
কাল-চন্দ্রমা ঠেকেছে আসিয়া
শেষ কলাটিতে তার।
শুধু
সময়াতীতের সময়ান্তের
নাহি কোনো অধিকার।
সুপ্তিও গেছে স্বপ্নও গেছে যার।

স্রষ্টা আবার তূণীরে ভরিবে
সৃষ্টির শর যত,
সাগরের বারি সাগরে ফিরিবে
নদীধারে অবিরত।

দেবতা অমর ? সেও নহে ভবে।
জানি একদিন, নাহি জানি কবে
প্রলয়সিন্ধুমথিত গরলে
(দলে দলে দলে)
পড়িবে জীবনহত
শুধু সৃষ্টিছাড়ার সৃষ্টিনাশের
নাহি দেখি কোনো পথ।
দর্শকহীন রঙ্গমঞ্চে
নাট্যেতে নিরাশার
আমি সে নায়ক
ভ্রষ্ট শায়ক রুষ্ট সে বিধাতার।
আর
দুখের পাষাণ, সেও ভীত মোরে
পালায়ে লুকায় সাগরের ক্রোড়ে,
(শূন্যতা চেয়ে দুঃখও ভালো
শত সহস্র বার !)
আর,
মত্ত অশ্ব জীবনরথের
চক্রেতে ক্ষুরধার,
শিথিলরশ্মি স্খলিত রথীর
ধূলায় শয্যা ; তার
কর্ম্মবলয় স্খলিয়া পড়েছে গর্ভে শূন্যতার

যার
স্বপ্নও গেছে, সুপ্তিও গেছে যার,
তার
সুখ গেছে হায়, গেছে স্মৃতি বেদনার,
আর
জীবনে মরণে জীবন্মৃতের
আছে কিবা অধিকার।

২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১

ঘটোৎকচ

ঘটোৎকচ বীর রণে কৈল মহামার,
কুরুক্ষেত্র চাপি পড়ে বিরাট আকার।
চাপা গেল রথ রথী, চাপা গেল ঘোড়া,
পালাতে না পারি কেহ হয়ে গেল খোঁড়া
হাতী কত পিষে ম'ল, ম'ল পদাতিক
কেবা করে লেখাজোখা, কেবা গণে ঠিক
বড় বড় যোদ্ধা সব ছুটিয়া পালায়,
ছোট ছোট যোদ্ধা সব কাঁদে উভরায়।
হাত হৈতে অস্ত্র কারো ছুটে গিয়ে ঠুকে
আমূল বসিয়া গেল স্বপক্ষের বুকে।
অবাক কৌরবগণ বিগত-সাহস
বলিল— কতই মায়া জানে যে রাক্ষস।
অবাক পাণ্ডবগণ রূপ তার দেখি
বলিল— কী মন্ত্রবলে লাঠি হ'ল ঢেঁকি
শত্রুমিত্রভেদ ঘুচে গেল ক্ষণতরে
ঘটোৎকচ বীর যবে পড়িল সমরে।

যুগে যুগে ঘটোৎকচ পড়িতেছে চাপি,
পতন-প্রলয়ে তার ধরা ওঠে কাঁপি।
আত্মপরভেদ ঘোচে, ঘোচে লজ্জা-ভয়,
মরণ-প্রলেপে তার সব নিরাময়।
বিস্ময়ে সবাই হেরে, ভয়ে কাঁপে বুক—
এত বড় দানবটা ছিল এতটুক।
চিরদিন জানি যারে ঘরের মানুষ
সে হ'ল আকাশজোড়া আগ্নেয় ফানুষ।
পৃথ্বীজোড়া ছায়া তার গ্রহণের ছায়া,
নভোব্যাপী দেহ তার মৈনাকের কায়া।
ঝুলে-পড়া জিহ্বা তার দীপ্তি কুমেরুর,
চক্ষু দুটা অতিকায় শঙ্কিত ফেরুর।
নির্ম্মম দেহের চাপে সৃষ্টি রসাতল,
নাহি তার দয়ামায়া, স্বদল বিদল।
সমাধি হইতে হয় কেমনে অমর,
যুগে যুগে ঘটোৎকচ আনে যুগান্তর।

৩

এ যুগের ঘটোৎকচ ধরেছে স্বরূপ
কোন্ গৃহকোণে সে যে আছিল নিশ্চুপ

শত্রুদের অবজ্ঞায়, বন্ধুদের স্নেহে
সুপ্ত ছিল এতকাল অজ্ঞতার গেহে।
সুপ্ত ছিল, গুপ্ত ছিল, ছিল অপেক্ষায়
সময় বুঝিয়া এবে হৈল অতিকায়।
লক্ষ লক্ষ গৃধ্র উড়ে, আকাশ ভরাট—
কোদালি রেখেছে যেন হেমন্তের মাঠ।
দিগ্বলয়-খাড়ু খুলে ফেলেছে করালী,
সৃষ্টির নিয়ম আজি শব্দমাত্র খালি।
আকাশ পড়েছে ঢাকা কালো চাঁদোয়ায়,
তাণ্ডবের আসরের হয়েছে সময়।
হৃৎপিণ্ড ডমরু হবে শঙ্করের হাতে,
শোনো না কি পদধ্বনি আশা-আশঙ্কাতে।
শুভ্র ছায়াপথ যার জটায় ধুতুরা
আসে অনাগত সেই— সৃষ্টি হবে গুঁড়া॥

৪

নাচে শুভঙ্কর ভয়ঙ্কর
নাচে নিঃস্থাণু শঙ্কর
সাথে সাথে নাচে শঙ্করী
ভয়ঙ্করী
দুজনেই প্রলয়ঙ্করী।

সৃষ্টিমেখলা টুটিল রে,
গ্রহ তারা ভানু ছুটিল রে,
পৃথ্বী-অক্ষ হরধনু আজি
ভাঙিল স্বয়ং টঙ্করি।
নাচে শঙ্কর শঙ্করী

প্রলয়গোধূলি উচ্ছ্রিত,
সব রঙ আজি মূর্ছিত—
অন্তিম সেই বাসরকক্ষে
অতি অলক্ষ্যে
আদিম শাদায় আদিম কালোয়
ফিরিছে দুজনে রঙ করি—
শঙ্কর আর শঙ্করী।

জটা খোলে এর
জটিল জটা,
চুল খোলে ওর
ধূলায় কটা,
এর নাচের ঘটা,
ওর হাসির ছটা,
এর শিথিল ধটা,

ওর শিরোমালা কাঁপে
ধাপে ধাপে ধাপে,
এর শুষ্ক হাড়ের মালা নাড়া খেয়ে
অট্টবাঙ্গে ঠং করি
উঠিতেছে রব ঠং করি।
নাচে শঙ্কর শঙ্করী।

তাণ্ডবভরে ছুটে খুলে পড়ে
ধুতুরার ধূমকেতু রে
চারি চরণের প্রলয়-চারণে
ভাঙে ছায়াপথ-সেতু রে
আকাশের নীল খর্পরে
সৃষ্টি গরল ঝর্ঝরে,
বুদ্‌বুদ্ গ্রহতারাদল
রক্তচক্ষু টলমল,
আজিকে আবার হলাহল পান
জগৎ-ব্যাধি প্রশম করি।
নাচে শঙ্কর শঙ্করী।

মহাকাল-সনে নাচে কাল—
অনন্ত আর অন্ত রে

সাগরের বুকে তরঙ্গ,
ক্ষণিক লীলা দুরন্ত রে।
খণ্ড শশীর শিঙা ধরি হাতে
নাচে মহাকাল নভ-আঙিনাতে,
তপঃসাগর জোয়ারের তালে
কাল-শৃঙ্খল ঝঙ্কার—
আর শঙ্করী
সে যে নাচে হায়, ভাঁটার কাদায়
নিজ অঙ্গ অলংকরি।
শঙ্কর আর শঙ্করী।

প্রলয়ধূলির কুয়াশায়
ভূত ভবিষ্য নাহি হায়!
এই কি রে শেষ?
কিম্বা অশেষ!
এই কি অন্ত?
কিবা অনন্ত!
সৃজনের শেষে প্রলয় কিম্বা
প্রলয়ের শেষ সৃজনে?
মানব-বুদ্ধি কি জানে?

জীবনের শেষে মরণ কিম্বা
মরণের শেষ জীবনে ?
মানব-বুদ্ধি কি জানে ?
আলোকের শেষে আঁধার কিম্ব
আঁধার মিশিছে কিরণে ?
মানব-বুদ্ধি কি জানে ?
প্রলয়ভস্ম-আবৃত দৃষ্টি
নহে গো নহে শুভঙ্করী।
জানে শঙ্কর শঙ্করী,
শঙ্কর আর শঙ্করী।

হয়তো বাসর হবে
সেই স্মৃষ্টিবিহীন ভবে,
তৃতীয় নেত্রে প্রেম-বিনিময়—
নিশ্চিত কেবা কবে ?
শাদায় কালোয় দ্বন্দ্বেতে
রঙ খেলে যাবে ছন্দেতে ;
কাল-মহাকাল-সঙ্গম
রচিবে স্থাবর জঙ্গম ;
কালী হবে পুনঃ ভবের ঘরণী
রবে না আর দিগম্বরী,

কৈলাসবৎ স্থাণু হবে শিব
অনন্তরূপ সংহরি।
নূতন সৃষ্টি নূতন প্রভাতে
আসিবে নব 'অহং' ধরি
নাচে শঙ্কর শঙ্করী,
শঙ্কর আর শঙ্করী

২৫ নভেম্বর, ১৯৪০

যুধিষ্ঠির ও কুক্কুর

যুঃ

একে একে চারি ভ্রাতা সহধর্ম্মিণীর
নিঃসাড় শীতল দেহে রচিয়া সোপান
চলিয়াছি স্বর্গপানে ; সঙ্গী মোর শুধু
উত্তরের ভীমবায়ু ; সঙ্গী মোর শুধু
তুষার-উষ্ণীষ-বাঁধা গৈরিক প্রহরী
নিঃশব্দ অটল ; সসাগরা সাম্রাজ্যের
লেশমাত্র আর নাহি পড়ে চোখে ; শুধু
সুদূর দক্ষিণযাত্রী বলাকামালার
চিক্কণ মসৃণ পক্ষে ইন্দ্রধনুরেখা
তরঙ্গায়মান ; স্খলিত তুষারস্তূপে
প্রতিধ্বনি হানে কোন্ ধ্বস্ত জগতের
ভৈরব পতন ; আর ভেদি ক্রৌঞ্চদ্বার
যাযাবর সমীরণ আনে অকস্মাৎ
অষ্টাদশ দিবসের অন্তিম নিশ্বাস।
আর কোনো সঙ্গী ছিল ভাবিনি স্বপ্নেও।
তুমি কোথা হতে বৎস, কিবা পরিচয় ?

কুক্কুর

মহারাজ, আমি এক সামান্য কুক্কুর।

যুধিষ্ঠির

তোমারে দেখেছি কভু নাহি পড়ে মনে

বিপুল ঐশ্বর্য্যে যথা মানবমহিমা
ঢাকা পড়ে ক্ষণে ক্ষণে, যেথা সিংহাসন
রত্নের কলাপ মেলি দেয় আচ্ছাদিয়া
ইতিহাসে, তুচ্ছ হয় নরেন্দ্র-প্রতাপ ;
সামন্ত-উষ্ণীষারণ্যে যেথা কোনোমতে
জেগে থাকে নরপতি সিংহাসনচূড়ে ;
শাস্ত্রশ্রুত ন্যায়, ধর্ম্ম সর্ব্বদা যেথায়
পড়িতে না চায় চোখে, সেথা মহারাজ
সামান্য কুক্কুর আমি পড়িব কি চোখে ?

যুধিষ্ঠির

হা দুর্ভাগা, কোথা ছিল আশ্রয় তোমার ?

কুক্কুর

অতিভোজী সামন্তের উচ্ছিষ্ট যেথায়
পুঞ্জিত অঙ্গনপার্শ্বে, আমি আর দয়া—

যুধিষ্ঠির

দয়া ? কে সে ? কুক্কুরী সে ?

কুক্কুর

হায় মহারাজ,
সে যদি কুক্কুরী হ'ত, মানুষের পাপ
লাঘব হইত কিছু। দয়ারে জানো না ?
যার লাগি শাস্ত্রগঙ্গা নিত্য প্রবাহিত,
কাব্য রচে কবি, বীণাযন্ত্রী গাহে গান,
স্বয়ং সম্রাট কোষাগার উজাড়িয়া
ধনীতম সামন্তেরে পাঠান যখন
দয়া তারে বলে ; অশ্রুবিগলিত-আঁখি
অমাত্যের দল ঊর্দ্ধবাহু উচ্চারয়
'ধন্য ধন্য কুল আর কৃতার্থা জননী।'
সেই দয়া মোর সঙ্গে, শোনো মহারাজ
একাহারী একশায়ী।

যুধিষ্ঠির

লজ্জিত হলাম
বৎস ! কী প্রার্থনা তব ?

কুক্কুর

কী প্রার্থনা মোর ?
ভূতপূর্ব্ব অধিপতি নিখিল পৃথ্বীর
কি ঐশ্বর্য্য আছে তব আমারে যা দিতে
পারো আজ ? আমি ধনী তোমা হতে আজ
আমি দেবো, হে রাজন, সঙ্গ মোর।

যুধিষ্ঠির

হা প্রভুবৎসল! ধনে জনে যাহাদের
করেছি পোষণ, ধরিত্রী-শোষণ করা
রত্ন নব নব গ্রহণ করেছে যারা
রাত্রিন্দিব ধরি, তারা তো ফিরিয়া গেল
সচেষ্ট প্রয়াসে দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা সম
অশ্রুকণা দুটি কোনোমতে বিসর্জ্জিয়া;
অশোভন ব্যর্থতায় গেল দ্রুত ফিরি
উত্তরাধিকারীদল যৌথ প্রণিপাতে
অন্তিম কর্ত্তব্য শুধি। হা মোর কুক্কুর,
তুমি শেষে সঙ্গী মোর? শুনেছি কুক্কুর
মুহুর্মুহু বদলায় পুরাতন প্রভু!

কুক্কুর

মানুষে যখন রচে কুক্কুরের কথা
তার বেশি কি প্রত্যাশা করি? মহারাজ
এই বড় দুরদৃষ্ট, দয়ার তাণ্ডবে
পরভাষা-অনভিজ্ঞ নির্ব্বোধ মানব
আত্মাদর্শে লেখে যবে কুক্কুর-চরিত।
বড়শিতে কণ্টকিত আর্ত্ত মৎস্য যবে
মৃত্যুর বিকারঘোরে করে ছুটাছুটি
দয়ালু শিকারী বলে— 'দেখো ভাই, দেখো

মাছটা খেলিছে বেশ।' দয়ার্দ্রা জননী
সস্নেহে তুলিয়া দেন শিশুপুত্রমুখে
ছাগশিশু-মাংসখণ্ড— 'খাও, খাও বাছা,
বড় এ কোমল স্বাদু।' মানব-সংসারে
পাশবিক অপরাধ শুনিবারে পাই
দণ্ডনীয় বিধিবলে। বলো কোন্ পশু
এ দোষের শিক্ষাদাতা? নখরাস্ত্রে মোরা
মানবের অনুকারী। এই যে রাজন্য
বদ্ধপরিকর সবে গাণ্ডীবে গদায়
শেল-শূল-ধনুঃশরে করিল ধরণী
নিঃক্ষত্রিয়; ধর্ম্ম নাকি এই? শত্রুজিৎ
রাজ্য ছাড়ি কেন মহারাজ পালাইছ
স্বর্গপানে? শবগন্ধ মারীময় মরু
কী মৃত্যুর মরীচিতে ভয়ায় তোমারে
আমি কি জানি না তাহা? কৃতঘ্ন কুক্কুর?'
নবপ্রভু-প্রসাদপ্রত্যাশী? কোথা তব
সৈন্যদল? অমাত্যেরা? সভাসদ যত?
সিংহাসনে শ্যেনবৃত্ত পুত্র নপ্তৃ শ্রেণী
কোথা আজ? আজ তব একমাত্র সাথী
উচ্ছিষ্ট-অপুষ্ট-দেহ অধম কুক্কুর।

যুধিষ্ঠির

শোনো বৎস, কিছু তো করেছি পুণ্য, তারি
গর্ব্বে বলী বলিতেছি, আসিবে সেদিন
দ্বাপরান্তে জম্বুদ্বীপে, তব পুণ্যফল
ভুঞ্জিবে কুক্কুরকুল। মানবের চেয়ে
কুক্কুর আদৃত হবে। দেশের ঠাকুর
ফেলিয়া পুজিবে সবে বিদেশী কুক্কুরে।
ধনীর কুক্কুরদল শিকলে টানিয়া
ঘুরাইবে মানবেরে ; উচ্ছিষ্ট তাদের
কেড়ে ছিঁড়ে ভাগ ক'রে পথপার্শ্বে খাবে
কৃতজ্ঞ ভিক্ষুক ; পত্নীর শয্যার ভাগ
ছাড়িয়া কুক্কুরে, ধরাতলে ঘুমাইবে
ভাগ্যবান স্বামী ; দু বন্ধুতে দেখা হলে
বহু বর্ষ পরে, শুধাইবে যুগপৎ—
'কেমন রয়েছে, ভাই, কুক্কুরটি তব?'
কুক্কুরের উচ্চতন দ্বাদশ পুরুষ
সানন্দে সগর্ব্বে মনে রাখিবে স্মরিয়া
পিতৃনাম-বিস্মৃতের দল। আর যদি
কুক্কুরের শ্বেত চর্ম্ম হয়, কিম্বা কটা,
কিম্বা তারি কাছাকাছি, অধিকারতরে
হানাহানি, কাটাকাটি, গ্রন্থি-নীবিচ্ছেদ
অবিরল। শোনো বৎস, এই বর দিনু

এ জন্মের পুণ্যফলে ভুঞ্জিবে অগাধ
সম্মান-ভক্তির অর্ঘ্য বংশ তোমাদের।

কুক্কুর

এ জন্মের পুণ্যবলে, ভয় লাগে পাছে
দ্বাপরান্তে লভি প্রভু মনুষ্য-জনম।

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

কুরুক্ষেত্রের পরে

ঘরে ঘরে কেন শুনি রোদনের রোল
কুরুনাথ? ঘরে ঘরে কেন দেখি হায়,
অস্ত-আরক্তিম-আঁখি ঊর্দ্ধপানে চেয়ে
আকাশপ্রদীপ? কাশশুক্ল ধরা-সম
কেন দেখি আজ বিধবার শ্বেতাম্বর
ব্যাপ্ত দিকে দিকে? দিগ্বধূর আঁখি কেন
অশ্রু-ছলছল শ্মশানের চিতাভস্ম-
ধূমে? যৌবনে যোগিনী সম বসুন্ধরা
কেন অস্থিমালী, কাপালিক, মৃতশয্যা-
ভস্মের ভৈরবী? নরমুণ্ড-রুদ্রাক্ষের
অক্ষমালা করে এ কি ধ্যানে সমাসন্ন
নিস্তব্ধ প্রকৃতি? কে ঘুচাল ভেদ বলো
দিবস-রাত্রির? শিবাধ্বনিপ্রহরিত
দিবস? নিশীথে উঠিছে শুনি জাগ্রত
পক্ষীর অবিরাম আর্ত্ত হলহলা? কি
জন্য পর্জ্জন্যের তুষ্ট এই অভিলাষ
রক্তবৃষ্টিপাতে? বৃষ্টি নহে? নররক্ত?
ক্ষুধিত, অপুষ্ট, শীর্ণ, ছায়ালাঞ্ছ দেহে

এত রক্ত ছিল ? অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
কত সংখ্যা তারা ? সেই যে মোদের গ্রাম
সরস্বতী-তীরে তার চেয়ে বেশি হবে ?
কি লজ্জায় অধোমুখ ? এই তো গৌরব !

তোমাদের শস্যক্ষেত্র-সীমা নির্দ্ধারণে
নিঃক্ষত্রিয় সারাদেশ ! পার্ব্বত্য গান্ধার
হতে লোহিত্যা নদের, কুমারিকা হতে
কোন্ দূর হিমাদ্রির অগণ্য ক্ষত্রিয়
এসে বধিয়াছে পরস্পরে ; নাহি ছিল
পরিচয়, নাহি ছিল মিত্রতা, নামেও
অজ্ঞাত ! কেন যে জানি। পাণ্ডবে কৌরবে
হবে ভিটা-ভাগাভাগি ! ভুট্টাক্ষেত্র হতে
কে কতটা শস্য পাবে তাহারি বিবাদে
দুই পক্ষ অসিব্রতী। 'এস পৃথিবীর
ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্মযুদ্ধজ্ঞানে !' কি আহ্বান !
কি উদার, কি উদাত্ত ! নিজ স্বার্থ টারে
কি কৌশলে নরনাথ তুলেছ সাজায়ে
জগতের স্বার্থ-বারবধূ ! সকলেরি
ভোগ্যা এ যে ! সম্পদে সন্ধান নাই, আর
বিশ্বতরে মুক্তদ্বার বিপদের দিনে।

মহারাজ, এ তো ক্ষুদ্র রাজনীতি নহে,
গৌতমের স্বপ্নে-দেখা এ যে বিশ্বপ্রেম !

জান কি গো নরনাথ, যুদ্ধ কারে বলে ?
দেখে এস রণস্থলী। বিধাতা নির্দ্দয়,
আর তুমি অন্ধ। কোন্ পুণ্যে অন্ধ তুমি,
তাই ভাবি আজ। কুরুক্ষেত্র-মরু'পরে
যে মৃত্যুর মরীচিকা কাঁপিছে আভাসে,
বৈতরণী-আভাচ্ছবি ! শত্রু মিত্র দোঁহে
ঘনতর আলিঙ্গনে লুটাইছে সেথা।
শেল, শূল, গদা, ধনু, কিরীচ, পট্টিশ,
মুষল, মুদ্গর, শক্তি, শঙ্খ, ভিন্দিপাল,
তূরী, ভেরী, চর্ম্ম, বর্ম্ম, দুন্দুভি, দামামা,
তোমর, ভোমর, কৌন্ত··· সত্য মহারাজ,
বিজ্ঞানের কি মহিমা ! সামান্য মানুষ
বিধাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বহু বুদ্ধিমান
বিধাতার চেয়ে। বিধাতা দিলেন লোহ,
অস্ত্র তাহে গড়িল মানব। নহে শুধু
স্রষ্টার সে বড়, পশু হতে মহত্তর
নর। পশু কি গড়িতে জানে কভু অস্ত্র
অগ্নিন্ধর ? নখরাস্ত্রে তারা শুধু করে

হানাহানি।   হায় পশু, তোমা হতে শ্রেষ্ঠ
যে মানব!

কি ভাবিছ রাজা, কি শুনিছ
বসি?   বেদনা-বধির কর্ণে শুনিতে কি
পাও অরুন্তুদ ঐকতান মর্ম্মভেদী
বিশ্ববেদনার!   ধরণী-লুণ্ঠনব্রতে
তব পুত্রগণ ছুটিয়াছে দিগ্বিদিকে;
কোথা চম্পা, কোথা লঙ্কা, কোথায় বাহ্লীক,
সুমাত্রা, সুবর্ণ, বলি, শ্যাম, ব্রহ্ম, চীন;
কারো স্বর্ণ, কারো রৌপ্য, কারো তৈলখনি,
ভূস্তর-প্রোথিত; গজদন্ত, মৃগনাভি,
চন্দন, অগুরু; হীরক, গোমেদ, পান্না,
মাণিক্য, স্ফটিক; অভ্র, চুনি, মরকত
অংশুক, মৌক্তিক; হায়, নিখিল পৃথ্বীর
অশ্রুসিক্ত ঐশ্বর্য্যের চৌর্য্যে রমণীয়
এ হস্তিনাপুরী।   প্রত্যেক পাথরখানা
তব প্রাসাদের জান কি কাহিনী বহে?
মাতার চোখের জলে, সতীর লজ্জায়,
ভ্রাতার হৃদয়রক্তে, ভগ্নীর বিলাপে,
দুগ্ধপোষ্য বালকের ক্রীড়নক-কাড়া

ভগ্নখেলা মনোরথে গঠিত এ পুরী,
স্বরগের সুচতুর ছদ্মবেশ-পরা
এ নব নরক ! বিশ্বের বেদনা আজ
আসিয়াছে ফিরে রাত্রিচর বাদুড়ের
পাটল পাখায়—অতল গহ্বরে যথা
ছিন্নমস্তা-ধ্বনি। নিখিল ক্রন্দন, শোনো,
মাথা কুটে মরে পাষাণ-প্রাকারে তব
অনুক্ষণ ; অভিশাপে ভস্মিত এ শোক-
জতুগৃহ ।

তাই আজি মুখে মুখে পাই
শুনিবারে মহৎ সঙ্কল্প যত; তাই,
নবকোষ্ঠী-সংরচন-ধুরন্ধর যত
বহুস্কন্ধসমাবেশে ধরিবারে চায়
কৃত্রিম বাসুকি-গর্ব্বে স্খলিতভিত্তির
প্রাচীন জগৎখণ্ড ! হায় মহারাজ,
রোগশয্যা-সাধুইচ্ছা এ যে ! মেঘ-কাটা
নভে সেই পুরাতন সূর্য্য; সেই রাহু !
নবযুগ ! কোথা বলো নবত্বের ঠাঁই ?
সেই আমি, সেই তুমি, সেই পুরাতন
লক্ষ সংস্কার। ধনীর অনন্ত লোভ,
ঈর্ষা দারিদ্র্যের ; প্রবলের দম্ভ আর

দুর্ব্বলের ভীতি ; রক্তসিন্ধু-অতিক্রামী
শত স্বার্থ-তরী লুব্ধ যত বাণিজ্যের ;
দুঃখের হাতুড়ি-ঘায়ে করিছে রচনা
নূতন কিরীচ আজো অস্ত্রব্যবসায়ী ;
রাষ্ট্রনীতি আজো সেই পুরাতন চালে
গুপ্তসন্ধি-প্রণয়ের শব্দভেদী বাণ
হানে অসতর্ক বুকে ; হঠাৎ কখন
বণিকের মিষ্ট হাসি শাণিত অসির
লভে তীব্র ধার ; খসে যায় ভদ্রতার
শেষ ছদ্মবেশ। তার পরে ? তার পরে
জান মহারাজ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
অষ্টাদশ দিনে ! নবযুগ ? এরো পরে ?
রোগশয্যা-সাধুইচ্ছা-কুয়াশা মিলাবে
নবসূর্য্য-স্বাস্থ্যোদয়ে, করিয়ো না ভয়।
স্বর্ণস্তূপ-সংরচনে স্পর্দ্ধিবে ধনিক
সুমেরুর তুঙ্গতারে ; লুণ্ঠনলোলুপ
দস্যু সাজিবে বণিক ; মারণ-চতুর
দক্ষতর সূক্ষ্মতর অস্ত্র-উদ্ভাবনে
জ্ঞানী যাবে যন্ত্রশালে।
তেমনি উল্লাসে
নারী-করতালিপুষ্ট বালখিল্য যত
বসনব্যসনদৃপ্ত মদির উৎসাহে

সাজিবে সৈনিক। এই তো নবীন যুগ,
বহু-অভীপ্সিত! সেই সূর্য্য, সেই রাহু!
আবার পুঞ্জিত পাপ তীক্ষ্ণতর শূলে
বিদারিবে শুভ্রতারে! আবার মানুষ
অর্ব্বুদ অস্ত্রোপচারে করিবে মোক্ষণ
রক্ত কলুষিত। বৃহত্তর কুরুক্ষেত্র,
দুঃখ দক্ষতর। আবার, আবার সেই!
যতদূর চক্ষু চলে, চিত্ত দূরতর—
পুরাতন মূঢ়তার সেই আবর্ত্তন
অনাদ্যন্ত।

চক্ষে কেন অশ্রু কুরুপতি?
সূর্য্যাস্ত-কিরণে-গলা অস্তগিরিশায়ী
হিমশৃঙ্গ ও কি? ও কি নবসূর্য্যোদয়ে
বিগলিত আনন্দাশ্রু উদয়গিরির
হিমানী-নিঃস্রাবে? শোকে ও কি পুরাতন
যুগের ব্যত্যয়ে? ভয়ে ও কি নবতন
আসন্ন যুগের? হাঃ হাঃ মহারাজ, দুই
মিথ্যা, দুই মিথ্যা জেনো। মিথ্যা ভীতিশোক
সেই পুরাতন শয্যা, সেই সিংহাসনে
প্রচ্ছাদিত। পুরাতন কণ্টক বিষম

পুরাতন ক্ষতে আর করে না আঘাত
নব সংঘর্ষের। পুরাতন ব্রণ যত
পদক-সম্মানে তুলিবে বক্ষের 'পরে
সগৌরবে। তুমি আমি সেই পুরাতন।
মেদস্ফীত আরামের সঙ্কীর্ণ শয্যায়
নূতনের স্থান কোথা? পুরাতন নভে
সেই সূর্য্য, সেই রাহু! হাঃ হাঃ মহারাজ,
নিঃসাড় হৃদয়ে এস করি আবর্ত্তন
প্রত্যহের রেখাঙ্কিত পুরাতন পথে
যুগোত্তর, বৃহত্তর, মহত্তর, রণ-
ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রপানে, হায় কুরুপতি।

১৯৪২

নেপোলিয়ান

১

তার পরে একদিন কর্সিকার ক্ষুদ্র দ্বীপ হ'তে
বহুশত শতাব্দীর অগ্নিগর্ভ আত্মার লাভায়
প্লাবিয়া ডুবায়ে দিল য়ুরোপের সঙ্কীর্ণ জগতে
একাকার বন্যাতলে ; এতদিন ছিল যারা হায়
প্রাচীন সাম্রাজ্য-চূড়ে, উচ্চকণ্ঠ কুক্কুটের প্রায়
চীৎকারি উঠিল সবে ; নিশীথের যে সুপ্তি বিরাট
সবারে আবরি ছিল আপনার অজাগরী ছায়,
তাহারে ভাঙাল তব কামানের বেদমন্ত্রপাঠ—
বুভুক্ষাবিশীর্ণ সবে অকস্মাৎ করিল গর্জ্জন 'জয়তু সম্রাট' ॥

২

ভালো তুমি, মন্দ তুমি, দেবদৈত্য তুমি কার দূত,
কোন্ দেশী, কোন্ ভাষী, কোন্ গোত্র, কি জাতি তোমার,
অভিজাত; কিম্বা নহ, কোথাকার কি বংশ-সম্ভূত,—
পণ্ডিতের দল যবে অতিসূক্ষ্ম করিছে বিচার,
ইটালি ফ্রান্স ও স্পেন জার্ম্মাণি ও জীর্ণ অষ্ট্রিয়ার
কোটি মানবকদলে জুড়ি দিয়া লাগামের তলে
ছুটিল বিজয়রথ ; কালগর্ব্বী অন্তঃশূন্যসার

সাম্রাজ্য-কণ্টকশায়ী নৃপতিরা ন্যায়ান্যায় ছলে
ডাকিল জগৎজনে, মিলাইল রথোত্থিত ধূলায় নিষ্ফলে ॥

৩

তোমার সমাধিতলে, যেথা তব সাম্রাজ্যশাসন
ধূলায় ধ্বসিয়া গেল, সেই স্তব্ধ ওয়াটার্লু মাঠে,
বহুত্বের চাপে যেথা মহত্বের মর্ম্মাস্তনাশন,
অশ্বক্ষুর অক্ষরের অতিশূন্য ইতিহাস পাঠে
সিদ্ধান্ত করিছে যারা রণদ্বন্দ্বে বহুতে বিরাটে
গুণসংঘ চিরজয়ী, তাহাদের কি দিব উত্তর!
নভো-যবনিকাময়ী বিশ্বব্যাপী জীবনের নাটে
লক্ষ বালখিল্যদলে গরুড়ের ভরে না উদর
লোকদ্বন্দ্বে তুমি ভগ্ন; তাই তুমি মনোলোকে চিরলোকোত্তর ॥

৪

তোমার ব্যাহত দৃষ্টি হেলেনার দ্বীপান্তর হ'তে,
আত্মার প্রাকারশায়ী যুগান্তের প্রহরীসমান,
আজিও জাগিয়া আছে, বহমান চিরন্তন স্রোতে,
খুঁজিছে দোসর তব; যে-সমস্যা তুমি সমাধান
না করি রাখিয়া গেছ, ভস্মভারে যে অগ্নি নির্ব্বাণ
তাহার কে হোতা আছে! বহুকণ্ঠে বলিছে সবাই
মহা ও বহুর মাঝে কে বা জয়ী হয়েছে প্রমাণ!

শতাব্দীদিগন্তে শুধু মুহুর্মুহু ওই চমকায়
অসিপ্রভ হাসি তব বলিতেছে 'হয় নাই, আজো হয় নাই ॥'

৫

বিংশ শতাব্দীর এই এক-করা উপত্যকাতলে
জীবনের খরস্রোতে সঞ্চারিত সহস্র উপল
পরস্পরে অভিনন্দে, নানা কণ্ঠে যেন তারা বলে—
জীবন-জাহ্নবীধারা তাহাদের কীর্ত্তি অচপল
বিশ্বের বাহক তারা! হা অদৃষ্ট, আত্মমূঢ় দল!
আপন স্বপনহত, দেখিল না পর্ব্বত বিরাট—
শত গঙ্গোত্রীর উৎস, জন্মান্তের সাক্ষী অচঞ্চল,
দিগন্ত-যুগান্তভেদী, অনন্তের অক্ষয় ললাট।
অবোধ্য সে বাণী তব স্বনিতেছে যুগে যুগে 'জয়তু সম্রাট ॥'

৬

তোমার দোসর কাল, তুমি আর স্তব্ধ মহাকাল
যুগ্ম গৌরীশৃঙ্গসম সংসারের শিথানে দাঁড়ায়ে
মানবের কোষ্ঠিপত্র করিছ বিচার; শান্ত ভাল
উচ্চে তুলি নক্ষত্রের নীহারিকা-জাঙাল ছাড়ায়ে
সুমেরু-সুবর্ণশায়ী সপ্তর্ষির তপোবনছায়ে
খুঁজিতেছে জন্মতারাটিরে; তার পরে পুনর্ব্বার
অতল অগম্য তীক্ষ্ণ কি বিষণ্ণ নয়ন নামায়ে

দেখিছ বহুর লীলা ; দেখিতেছ হাসিতেছ আর
ছায়াপথলম্বী দীর্ঘ মানবের কোষ্ঠিপত্র করিছ বিচার ॥

৭

সমগ্র জীবন তুমি খুঁজেছিলে একটি মানুষ !
যষ্টিমহারণ-ক্ষেত্রে সর্ব্বভুক কামানের মুখে
নিষ্ফল ফসল কাটি মাঠে মাঠে পেলে শুধু তুষ।
মানুষ বিরল হেন ! যে তোমার এসেছে সম্মুখে
চেয়েছ তাহার পানে, ক্ষণকাল রথ তব রুখে ;
তার পরে পুনরায় দ্বিগুণিত সারথ্যের বেগে
ছুটিয়া চলিয়া গেছ ; রথোত্থিত ধূলিপুঞ্জে ঢুখে
প্রদীপ্ত সূর্য্যের নেত্র অন্ধ হ'ল ছায়া-ছানি লেগে—
য়ুরোপ মিলায়ে গেছে বজ্রে-চষা গিরি-ধ্বসা সে ধূসর মেঘে।

৮

যে-মানুষ খুঁজেছিলে বহুত্বের বিপুল আহবে
সেথা কি পাইলে তারে ! একদিন যেন অকস্মাৎ
বহু-অন্বেষিত রত্ন নিজে এসে দাঁড়াল নীরবে
তোমার দুয়ার-প্রান্তে ; একবার করি নেত্রপাত
বুঝিলে মানবশিল্পী তব ভাগ্যে আজি সুপ্রভাত।
সম্রাটের গর্ব্ব ভুলি সন্ধানীর কৌতূহলভরে
বিস্ময়ে বলিলে 'এই, এই তো মানুষ।' কত রাত,

কত দিন অপেক্ষা করিয়া ! হায় কত যুগান্তরে
একটি মানুষ মেলে ! গুল্মসার বনে ফিরি বনস্পতি তরে।

৯

সেও তো মানুষ ছিল, বিদেশের বীণাপাণি যারে
লক্ষ-তার বীণাখানি দিয়াছিল আদরে সঁপিয়া !
সে বীণায় পূর্ণতান চিত্ত ভরি কাব্যে সাধিবারে
ছিল না সময় তার ! অবজ্ঞায় রহিল পড়িয়া
সম্ভাবনাপূর্ণ যন্ত্র ; লীলাচ্ছলে কখনো তুলিয়া
বাঁধা গানে করিয়াছে মানবের হৃদয় হরণ !
'আরো দাও, আরো দাও' যাচিয়াছে সকলে কাঁদিয়া !
হ'ল না সময় তার, সাধ্য যার সমগ্র জীবন
কাব্যে কি সাধিবে বলো ? ফিরিয়াছে মানবেরে করি অন্বেষণ

১০

কবি ও সম্রাটে সেথা সেইদিন হয়নি মিলন।
যুগল জ্যোতিষ্কসম মহাকাশে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
বারেক নিকটে এসে হ'ল শুধু আঁখি-সম্মিলন
তার পরে পুনর্ব্বার কক্ষপথে নীরবে নিভৃতে
চিরন্তন আবর্ত্তন। দূরশ্রুত জ্যোতিষ্কের গীতে
একের মিলিত বীণা— অন্য জন কামান-গর্জ্জনে
সিন্ধু-সাথে দিল তাল ; জীবনের সঙ্কীর্ণ ভিত্তিতে

ধরে নাই দুই জনে ; আছে দোঁহে জীবনে মরণে ;
হিমাদ্রি যেমন আছে উদয়াস্ত দুই সিন্ধু বাঁধি আলিঙ্গনে ॥

১১

'যে-গোলা হানিবে মোরে আজো তার হয়নি নির্ম্মাণ।'
জানি জানি জানি তাহা তাই আজি বিংশ শতকের
উপত্যকাতলে বসি দিকে দিকে তোমার সন্ধান!
সত্য কি বিলয় তব পরপারে শত শতাব্দের!
ঝঞ্ঝার সঙ্কেতে যথা স্বপ্নভাঙা ক্ষুব্ধ সমুদ্রের
মর্ম্ম হতে জলস্তম্ভ আকাশের কম্পিত চাতালে
শিরে ধরিবারে ওঠে, সেইমত সন্ধানী নেত্রের
সম্মুখে প্রকাশ তব ; বর্ব্বরের গুলি-গোলাজালে
স্পর্শিতে পারে না তোমা, দেখ আর হাস তুমি শান্ত স্তব্ধ ভালে ॥

১২

মহত্ত্বের পরাজয় বহুত্বের হাতে, তার চেয়ে
আর কি বিরাট কাব্য মানবের ক্ষীণ কল্পনায়
উদয় সম্ভব কভু! লোক-লীলা যে-জীবন বেয়ে
করিতেছে আবর্ত্তন, মর্ম্মস্থলে জানে আপনায়
কতই অভাগ্য হীন, মহানের গৃহে পশি হায়
চুরি-করা ধনরত্নে সেজে এসে করে বিদূষণ
জীবনের রঙ্গমঞ্চে : নাটকের শেষাঙ্কসীমায়

চির-নিষ্প্রবেশ তার ; স্রষ্টা, প্রতিনায়ক তখন,
বিধাতা মহত্ত্ব আর ; যবনিকা-অন্তরালে সর্ব্বশেষ রণ ॥

১৩

'হে লোদি বিজয়কারী অগ্নিগর্ভ-সৈনিকের দল
আমার পিছনে এস' ; কি ছিল সে বাক্য-রসায়নে
তুচ্ছ করি মৃত্যুমুখী কামানের লৌহ-হলাহল
দলে দলে সৈন্য আর সেনাপতি প্রত্যক্ষ-মরণে
সবেগে ছুটিয়া গেল ! কি ছিল সে শ্যেনাক্ষ নয়নে,
শীর্ণ শ্যাম মুখে তব ? হাতে করি চঞ্চল পতাকা
সঙ্কীর্ণ সাঁকোর পথে, ডাক দিলে তাকায়ে পিছনে !
যে-অমৃত অন্বেষণে গরুড়ের গজাইল পাখা
মৃত্যুরে যা তুচ্ছ ভাবে তাই বুঝি ছিল তব নেত্রযুগে মাখা

১৪

'চল্লিশ শতাব্দী হেরো ওই ত্রয়ী-পিরামিড হ'তে
চাহি তোমাদের পানে।' মানবের পদচিহ্নহারা
অন্ধকার আফ্রিকার নামশূন্য অজ্ঞাত পর্ব্বতে
বর্ষার আরম্ভে যবে নামে ভীম বর্ষণের ধারা
কূলপ্লাবী নীল নদ সুদুর্জ্জয় অজাগর-পারা
ভাসায় মিশর দেশ, সেইমত তব সৈন্যদল
মুহূর্ত্তে করিল জয়, আদি-অন্ত সিরিয়া সাহারা

প্রচণ্ড ইঙ্গিতে তব। লভিলে কি আকাঙ্ক্ষার ফল?
পেলে কি মানুষ সেথা, প্রাচীন গৌরবভিত্তি মানববিরল॥

১৫

কিন্তু যে-কাহিনী হায় লেখে নাই কোনো ইতিহাসে
কল্পনা-সম্বল যাহা! মিশরের বাস্তমূর্ত্তি-সনে
হ'ল যবে চোখাচোখি, দুইজনা বিস্ময়ে সত্রাসে
বারেক শঙ্কিত হলে! কি ভাবনা এল তব মনে!
কি প্রশ্ন করিল তোমা, কি জিজ্ঞাসা করিল গোপনে
অতীত রহস্যদ্বারী? ওইখানে সীজারের রথ
অমনি দাঁড়ায়ে ছিল। শেষ জয় নাহি হয় রণে,
নিরুত্তর বিজয়ীর চিরকাল আগুলিয়া পথ
দাঁড়াইয়া শিলামূর্ত্তি! মহাকাল-সাথে ওর শাশ্বত-দ্বৈরথ॥

১৬

'অষ্ট্রালিজ সূর্য্যোদয়', কুয়াশার উত্তরী ভেদিয়া
ছোঁয়াল তোমার ভালে সৌভাগ্যের স্বর্ণকাঠিখান,
সলীল ইঙ্গিতে তব সৈনাব্যূহ উঠিল নড়িয়া
যুগপৎ গর্জ্জি ওঠে অগ্নিস্রাবী সহস্র কামান।
পদাতি, সোয়ার, রথী, সেনাপতি, বন্দুক, নিশান,
সম্রাট, প্রহরী, সৈন্য, বাদ্যকর, মন্ত্রী, চোপদার
ছিন্ন তাঁবু, ভগ্ন অস্ত্র, রক্তস্রোত, পরিত্যক্ত যান,

একসাথে মিশে যায় ; রণক্ষেত্র হ'ল পরিষ্কার,
বসন্তের স্পর্শে যথা একরাত্রে বিগলিত আবক্ষ তুষার

১৭

আঘাতে আঘাতে তব য়ুরোপের প্রাচীন সীমানা
বারম্বার বদলিল তরলিত তরঙ্গের ন্যায়,
মসী-আঁকা মানচিত্রে অসিগর্ব্বে দিলে তুমি হানা,
গড়িলে নবীন রাজ্য, নব জাতি, মন্ত্রৌষধিপ্রায়।
স্বর্ণকার স্বর্ণে যথা, রূপদক্ষ বর্ণের ছটায়,
কবি যথা বাগ্‌রসিক, মর্ম্মরের শিলাতে ভাস্কর,
ধ্যানী যথা ভাবলোকে, সেইমত জেনেছি তোমায়
তুমি যে অদৃষ্ট-শিল্পী, বস্তু তব লক্ষকোটি নর,
মানব-অদৃষ্ট ছানি মহামানবেরে তুমি গড় নিরন্তর ॥

১৮

অসি তব অসি নহে, ভাস্করের সুতীক্ষ্ণ বাটালি,
সৈন্যরাজি শিলাস্তূপ ; অবাধ্য সে কঠিন পাষাণ
মূরৎ-জাগানো হাতে বেদনায় উঠিল আস্ফালি,
অরূপে ফুটিল রূপ, নির্জ্জীবেতে লভিল পরাণ।
শেষ নাহি হ'ল হায়, অর্দ্ধব্যক্ত সেই মূর্ত্তিখান
বিস্ময় জাগায়ে আজো য়ুরোপের প্রাচীন প্রান্তরে
তেমনি পড়িয়া আছে। অসমাপ্ত সে মানবপ্রাণ

নিরন্তর ডাক দেয় ভবিষ্যের অজ্ঞাত ভাস্করে ;—
তুমি চেয়ে দেখিতেছ কে আসিবে মরণের দূর দ্বীপান্তরে ॥

১৯

অর্দ্ধেক য়ুরোপ টানি বজ্রে-গড়া শিকলে তোমার
রুশিয়ার চিররুদ্ধ সিংহদ্বারে ফিরিলে হানিয়া ;
জনশূন্য মস্কো-পুর তন্দ্রা ভাঙি উঠি একবার,
শতাব্দী-সুদীর্ঘ স্বপ্নে পুনর্ব্বার শুইল ফিরিয়া ;
মানব-সন্ধানী বীর ভগ্ন-আশ এলে প্রবর্ত্তিয়া।
সে প্রবর্ত্ত অভিযান মানুষের চিত্ত-রামায়ণে
চিরজাগরূকচ্ছবি। মেরুবায়ু উঠিল গর্জ্জিয়া,
আবক্ষ তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি-শ্বসিত কাননে
ক্ষুধার্ত্ত কসাক-দ্বীপী যোগ দিল রোগক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষের সনে ॥

২০

প্রত্যহ অযুত অশ্ব, প্রতি প্রাতে সহস্র সৈনিক
বিনা রণে ধরাশয্যা ; ভগ্নদূত আনিত সংবাদ
অজগর কামানের ঘোড়া যত মরিছে দৈনিক
বরফের তলে পড়ি ; অনটন পাতিতেছে ফাঁদ
শূন্য ভাণ্ডারের দ্বারে ; কালবৈশাখীর অকস্মাৎ
আবর্ত্তনে শত্রুদল ঘাড়ে এসে পড়ে কোন্ পথে
অতর্কিত বজ্রসম ; সম্মুখেতে অজ্ঞাত অগাধ

প্রকাশিত পাণ্ডুহাসি তুষারের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা হতে ;
পশ্চাতে বিধ্বস্ত দেশে বিপক্ষের অত্যাচার শ্রাবণের স্রোতে ॥

২১

যে পথে বিজয়গর্ব্বে একদিন চলেছিলে তুমি,
সেই পথে প্রবর্ত্তন, খ্যাত নহে জয়োল্লাস আর ;
অশ্বক্ষুর-বলিচিহ্নে ধ্বস্ত ক্ষত কর্দ্দমিত ভূমি ;
নে-মুরাট-বার্থিয়ার-দাভু-দারু-তুরো-বেসিয়ার
নীরবে আনত মুখে, অদৃষ্টের বন্দী সারে স্মার ;
আর সকলের আগে ক্ষুদ্রকায় ধূসর-পিরান
অন্তর্মগ্ন আত্মলীন ধ্যানরস দৃষ্টিপটে কার
কি ছবি জাগিয়া ওঠে নাহি সেথা তুষার, কৃপাণ,
এক জাগে মহাকাল আর জাগে ওই বিশ্ব-অগম্য নয়ান ॥

২২

য়ুরোপের বন্দী হয়ে ফ্রান্স ত্যজি চলিলে যেদিন
রণরূঢ় সৈন্য যত ক্রন্দমান শিশুর সমান
তাদের সম্রাট ওই, সেনাপতি, পিতৃ-সর্গ-ঋণ,
যার পিছে ঘুরিয়াছে দেশে দেশে তুচ্ছ করি প্রাণ,
মিশর হইতে মস্কো, যুদ্ধে যার নাহি মৃত্যুজ্ঞান,
সামান্য সৈনিক-সাথে কামানের গোলাবৃষ্টিতলে
নিত্য অভিযান যার ; বীরত্বের মূর্ত্ত অবদান ;

সেই পিতা সেনাপতি সম্রাট ও শত্রুদের ছলে
সন্তানে সৈনিকে ত্যজি মুষ্টিমেয় কোন্ দ্বীপে আজি হায় চলে ॥

২৩

'বন্ধুগণ, আজি আর সৈন্য নয়, রণস্বপ্ন গত,
বন্ধুগণ, চলিলাম স্বদেশের মঙ্গল লাগিয়া,
বিশ্বাসের মূর্ত্তি-সম তোমাদের বিশ্বস্ততা-ব্রত
চিরদিন রবে মনে ; এতদিন আমরা মিলিয়া
যে-সব অমর কীর্ত্তি দিকে দিকে গড়েছি তুলিয়া
লিখিব কাহিনী তার, মনে রেখো তোমাদেরি ব'লে
তোমাদেরি একজন।' প্রভুভক্তি উঠিল কাঁদিয়া
বিদায়-মুহূর্ত্তে সেই। তাহাদের স্মৃতিশিলাতলে
যে লেখা অঙ্কিত হ'ল জীবনে মরণে কভু যাবে না নিষ্ফলে ॥

২৪

তার পরে বহু পরে বার্দ্ধক্যের অবসরক্ষণে
কুটীরপ্রাঙ্গণে বসি এই সব বৃদ্ধ সৈন্যদল
সন্তানে বলিবে কথা, তাহাদের সম্রাট কেমনে
কখন কি করেছিল—অন্ধ নেত্র অশ্রু-ছলছল।
তারা পুন বড় হয়ে এই সব স্বপ্ন অচপল
সন্তানে সঁপিয়া যাবে; এই রূপে সম্রাটের কথা
যুগান্ত অবধি যাবে, এই সব কল্পনা-সম্বল

লভিবে অমোঘ রূপ নিত্য মহাকাব্যের নিত্যতা—
জীবনের সভাতলে স্বয়ং কাব্যের লক্ষ্মী হবে স্বয়ম্বরা॥

২৫

যাদের দিয়েছ তুমি বাসনার সকল সম্বল
রাজ্য দেশ ধন মান, লোকে হেথা যাহা কিছু চায়,
ভ্রাতা ভগ্নী জ্ঞাতি বন্ধু, পাত্র মিত্র সেনাপতি দল
একে একে তারা সবে তব সূর্য্য-সায়াহ্ন-বেলায়
নীরবে পড়েছে সরি! হাতে ধরি যাহাদের, হায়
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দলে দলে দিয়াছ পাঠায়ে
সেই সব মূঢ় মূর্খ প্রভুপ্রাণ জনতা তোমায়
বিপদে আঁকড়ি ছিল। তব পানে বারেক তাকায়ে
সংগ্রামে মরেছে যারা, দেখে শুধু, দেখিলে কি নয়ন বাড়ায়ে॥

২৬

হাড়-জমা তীব্র শীতে নিরাশ্রয় রুশিয়ার মাঠে
শূন্যোদর সৈন্য যবে মরিয়াছে বিনা তাপানল,
লক্ষ মুদ্রা হ'তে মূল্য একখানি ইন্ধনের কাঠে,
তখনো মূঢ়েরা সবে নিজেদের চরম সম্বল
শুষ্ক সেই কাষ্ঠখানি সঁপি দিয়া তোমার শীতল
নিভ-নিভ অগ্নিকুণ্ডে তার পরে মরেছে নীরবে
কি সান্ত্বনা বক্ষে বহি। দেশত্যাগে তোমার সচল

শকটের পিছে পিছে আর্ত্তনাদে ছুটিয়াছে সবে—
'মোদের যেয়ো না ফেলে সিংহাসন-সার যত রাজার বিপ্লবে।'

২৭

সেদিন উঠিল ধ্বনি ফরাসির কান্তার কানন,
'জয়তু সম্রাট জয়' দিকে দিকে করিল ঘোষণা।
চকিতে উঠিল কাঁপি, শূন্যভিত্তি রাজসিংহাসন,
বাতপঙ্গু রাজা আর সভাসদ ছাড়িয়া মন্ত্রণা
ছুটিল কে কার আগে। বিনা অস্ত্রে শুধু একজনা
একটি কথায় আর নয়নের একটি ইঙ্গিতে
ফিরে এল সাড়ম্বর সিংহাসনে। ভুলিয়া আপনা
বিজয়ী ঈগল তব গ্রামে গ্রামে উড়িতে উড়িতে
সগর্ব্বে সানন্দে শেষে উত্তরিল পারিসের উচ্চ চূড়াটিতে॥

২৮

বহুত্বের পাণিপথ ওয়াটার্লু তুমি! মহত্ত্বের
চির-অস্তাচল! সাম্রাজ্যের সমাধি-শয়ন যথা
নিরঞ্জন স্মৃতিচিহ্ন স্তম্ভীভূত ফরাসি জাতের।
মর্ম্মরে কে প্রকাশিবে মর্ম্মন্তুদ মর্ম্মের বারতা!
দিগন্তপ্রসর্পী মাঠে সমাহিত মহৎ ব্যর্থতা।
য়ুরোপ-সাগর-মন্থে জন্মিল যে ভাব-রত্নায়ন
কামান-কর্ষিত মাঠে লেখা তারি ইতিহাসকথা।

সহস্র কঙ্কাল-'পরে অতীতের স্তব্ধ শবাসন ;
শতাব্দীর কালচক্র বিধাতার হাতে যেথা করে আবর্ত্তন !

২৯

অতলান্ত পাড়ি দিয়ে তরী চলে দক্ষিণ সাগরে ;
আসন্ন রাত্রির মুখে সমুদ্রের কালো যবনিকা
আচ্ছন্ন করিল সব অতীতের রঙ্গমঞ্চ-'পরে।
য়ুরোপ-বল্মীকস্তূপ বহি তার শত অস্ত্রলিখা—
অসাড়ের অঙ্গে যেন জীবনের তপ্ত রক্তটীকা—
ম্যারেঙ্গো-রিভোলি-লোদি-ওয়াগ্রাম-অষ্ট্রালিজ-জেনা—
ওয়াটার্লু বোরোডিনো ভবিষ্যের স্বপ্ননীহারিকা
রহিল রহিল পড়ি। সে-য়ুরোপ নাহি যায় চেনা—
ইতস্তত গড়াগড়ি সিংহাসন, রাজদণ্ড, স্রোতে যেন ফেনা ॥

৩০

'জয়তু সম্রাট' আর নাহি ঘোষে বিজয়ী সৈন্যেরা—
সে-ধ্বনি মিলায়ে গেছে অতীতের দিগন্তে কখন।
ওই কে দাঁড়ায়ে হোথা হাতে ধরি জাহাজের বেড়া—
ধ্যানদৃষ্টি ঊর্দ্ধে তুলি কি নক্ষত্র করে নিরীক্ষণ
আপনার জন্মতারাটিরে ! ললাটের নিষ্ফল রতন।
কালো রাত্রি, কালো সিন্ধু, সম্মুখের কালো ভবিষ্যৎ।
দূর পূর্ব্বে চক্রনিভ স্থূলতর দিগন্ত যেমন

ফ্রান্সের দিগন্ত ওই ! হায় ফ্রান্স ! আজি স্বপ্নবৎ
যেথায় পড়িল ভাঙি ভূস্বর্গ প্রতিজ্ঞাগামী ক্ষিপ্র মনোরথ ॥

৩১

'হায় ফ্রান্স, তোমার আমার নাম একসাথে আজ
জড়ায়ে গিয়াছে হেন—তব কথা মোর ইতিহাস !
দুজনে উঠেছি উঁচে, তার পরে একখানি বাজ
চূর্ণ করিয়াছে দোঁহে ! দেশপ্লাবী তব রক্তোচ্ছ্বাস
তারো সনে মোর রক্ত ! জানি আমি মোর দীর্ঘশ্বাস
কুটিরে কুটীরে তব দীপশিখা করিবে চঞ্চল !
শোণিতের জপমালা যে-নামের করিছে অভ্যাস
সে-নাম আমারি নাম ! তব সনে মিলন সফল,
সিংহাসনচ্যুত ধরণীর ধূলা তব পেতেছে অঞ্চল ॥

৩২

'সেদিনো তোমার বনে ফুটিবে যূথিকা ; ধরিবে রে
দ্রাক্ষাগুচ্ছ কুটীরের উপান্তকাননে ; আর যবে
দুঃসাহসী করবিকা সঙ্কুচিত হেরি কোকিলেরে
শীতের আসরে এসে অকস্মাৎ সৌন্দর্য্য-গৌরবে
ওড়ায়ে ওড়না রাঙা ঘুমভাঙা অলিগুঞ্জরবে,
মিলায়ে মঞ্জীর-তাল অঞ্চলের ইসারা-ইঙ্গিতে
ডাক দিবে অরণ্যেরে—ডাক দিবে জলে স্থলে নভে.

আসিবে চম্পক হেনা যূথী জাতি অপ্সরীভঙ্গিতে
সমস্ত বনানী-বাণী উঠিবে ধ্বনিয়া এক অখণ্ড সঙ্গীতে ॥

৩৩

'সেদিনো আমার স্মৃতি অকস্মাৎ উঠিবে বিকশি
অতর্কিতে অগোচরে কোন্ এক মনের নিভৃতে!
হঠাৎ বসন্তবায়ু অরণ্যেতে যায় যবে শ্বসি
মাধবী যেমন ফোটে পল্লবের গুপ্ত ছায়াটিতে!
সেই সে প্রথম শুধু, তার পরে দেখিতে দেখিতে'
যে-আমারে এতকাল পারি নাই করিতে প্রকাশ
যে-আমি সৈনিক নহি, মানবের বুভুক্ষিত চিতে
গরুড়ের ক্ষুধা লয়ে নিত্যকাল যে-আমার বাস,
উচ্চতম শৃঙ্গে বসি আরো উচ্চ লাগি যার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ॥

৩৪

'মূঢ় ইতিহাস-বিজ্ঞ! আমারে খুঁজিছ বৃথা, রাজ-
সিংহাসনে, রণক্ষেত্রে, রাষ্ট্রতন্ত্রে। দলিলে দপ্তরে
সেথা আমি আমি নই; মানবের সভ্যতার মাঝ
এক আমি আছি শুধু; সেই আমি যুগে যুগান্তরে
কভু সেকেন্দার কভু সীজারের রণ-বর্ম্ম প'রে
আপন প্রকাশ খুঁজি! এ পৃথিবী-বল্মীকের স্তূপে,
এ তুচ্ছ বস্তুর পিণ্ডে, অতিক্রমি অবজ্ঞার ভরে—

নূতন বাস্তব লাগি করি আজ্ঞা জগতের ভূপে,
কেমনে প্রকাশি ইথে দেশকাল-নভ-প্লাবী আত্মার স্বরূপে ॥

৩৫

'কবি আমি ; রচি আমি বাস্তবের মহা রামায়ণ।
সেনাব্যূহ বর্ণ মোর ; দুর্নিবার কামান লেখনী :
ধরণীর মহাপত্রে নিত্য লেখে সহস্র মরণ
রক্তাক্ষর। সে কাব্য হ'ল না শেষ ; তবু কাল গণি
সবারে রহিতে হবে। আজ নহে, নহে তা এখনি !
আবার নূতন বেশে এই আমি আসিব ফিরিয়া ;
আবার শুনিয়া সবে কাব্য-রচা অস্ত্র-রণরণি
রূপ-বুভুক্ষিত নর মোরে হেরি দাঁড়াবে ঘিরিয়া ;
দেশ-মহাদেশ মথি জীবনের মহাকাব্য তুলিব গড়িয়া ॥

৩৬

জীবন-ভাস্কর আমি ; বিশ্বকর্ম্মা আমার দোসর !
দূরশ্রুত বৈশাখের অতিদূর ঝড়ের সংবাদ
নিবাত নিস্পন্দ স্থির শ্বাস-রোধা ধরণী অম্বর
যেমন শিহরি শোনে ; সেইমতো তাঁর পদপাত
উঠিছে আসন্ন হয়ে, ভাঙি দিয়া যুগান্তের বাঁধ
এক যুগ মিশে যায় অলক্ষিতে অন্য যুগ-সনে ;
বোখারা-সমরকন্দ-রোম-দিল্লী-নিনেভ-বোগ্দাদ

বারে বারে ধ্বসি পড়ে ; জীবনের শেষাঙ্ক মরণে ;
মানবের সার্থকতা তীরে এসে ডুবে মরে রত্ন-অন্বেষণে

৩৭

'তাণ্ডব-নিরত মত্ত ধূর্জ্জটির ছিন্ন মাল্য হ'তে
স্খলিত রুদ্রাক্ষসম যুগগুলি পড়িছে খসিয়া ;
পাঞ্চালী-অঞ্চল-সম অন্তহীন আকাশের পথে
অখণ্ড কালের স্রোত নিত্যকাল চলিছে বহিয়া ;
জ্যোতিষ্কের নীহারিকা স্বর্ণসূত্র গুটি বিদারিয়া
তারকা-চন্দ্রকময় মেলি দিয়া পক্ষ দুইখান
দিব্য প্রজাপতি-সম সারা বিশ্ব চলেছে উড়িয়া !
নক্ষত্রের উদয়াস্তে বোনা যার কটিপরিধান
কাল-উত্তরীয় সেই বিধাতার আমি চিরসখার সমান।'

১৯৩৪